২০১৯-২০২০

প্রসপারিটি

বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

Pathways to PROSPERITY
for Extremely Poor People

অতিদরিদ্র মানুষদের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার প্রয়াসে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুক্তরাজ্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ বহুমুখী এই কর্মসূচিটি বাংলাদেশের নির্দিষ্ট দরিদ্র-প্রবণ এলাকায় বাস্তবায়ন করছে।

UKaid
from the British people

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

সম্পাদনা পর্ষদ
একিউএম গোলাম মাওলা
ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী

সম্পাদনা সহযোগী
তারেক সালাহ্উদ্দিন
মার্টিন স্বপন পান্ডে
আরাফাত রায়হান
ইরতেজা আহমেদ শাকরান

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও অলঙ্করণ
তারেক সালাহ্উদ্দিন

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দায়মুক্তি

প্রকাশনাটি ‘পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল’ (পিপিইপিপি) কর্মসূচির আওতায় মুদ্রিত। যুক্তরাজ্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। এখানে প্রকাশিত মতামত আবশ্যকীয়ভাবে প্রকাশকের নিজস্ব এবং তা ব্রিটিশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিমালার প্রতিফলন নয়।

Pathways to PROSPERITY
for Extremely Poor People

প্রসপারিটি
বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০
(ইনসেপশন পর্ব)

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

UKaid
from the British people

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

চিত্র তালিকা ৬
সারণি তালিকা ৬
শব্দ সংক্ষেপ ৭
বার্তা ৮

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ৮
মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ১০
একিউএম গোলাম মাওলা ১২
সারসংক্ষেপ ১৫
ইনসেপশন পর্ব ১৬
ক. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রস্তুতি ১৬
খ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল উন্নয়ন ১৬
গ. ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ কৌশল উন্নয়ন ১৬
ঘ. সক্ষমতা বৃদ্ধি ১৬
ঙ. টার্গেটিং, অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা পাইলটিং ১৬
চ. পাইলটিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ১৭
ছ. কোভিড-১৯ প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থা ১৭
জ. শিখন ১৮
উপসংহার ১৯
১. সূচনা : প্রাসঙ্গিকতা ও কর্মসূচির পটভূমি ২১
২. কর্মসূচির সংক্ষিপ্তসার ২২
২.১ উদ্দেশ্য ২২
২.২ প্রত্যাশিত ফলাফল ২২
২.৩ কর্মসূচির মেয়াদ ২৩
২.৪ কর্মসূচির সদস্য ২৩
২.৫ কর্মসূচির কর্মএলাকা নির্ধারণ ২৩
২.৬ কর্মসূচির কম্পোনেন্টসমূহ ২৫
২.৭ অর্থায়ন ২৭
২.৮ পরিবর্তন তত্ত্ব ২৭
৩. সূচনা পর্বের অগ্রগতি ২৮
৩.১ পিকেএসএফ পর্যায়ে সেবাপ্রদানকারী টিম গঠন ২৯
৩.২ সহযোগী সংস্থা ২৯
৩.৩ প্রসপারিটি সেল ৩০
৩.৪ সেবা প্রদান কাঠামো ৩০
৩.৫ দক্ষতা উন্নয়ন ৩০
৩.৬ পাইলটিং ৩১
৩.৭ অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন ৩৭
৩.৮ খানা নির্বাচনের যথার্থতা ৩৭
৩.৯ পাইলটিং ইউনিয়নে খানা জরিপের ফলাফল ৩৭
৩.১০ উন্নয়ন অংশীদারদের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন ৪০
৩.১১ বার্ষিক পর্যালোচনা ৪১
৩.১২ নিরীক্ষণ ৪১
৩.১৩ যোগাযোগ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ৪২
৪. কনসেপচুয়াল ও অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক ৪৩
৪.১ জীবিকায়ন ফ্রেমওয়ার্ক ৪৩
৪.২ পুষ্টি ফ্রেমওয়ার্ক ৪৪
৪.৩ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক ৪৬
৪.৪ প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ ফ্রেমওয়ার্ক ৪৮
৪.৫ নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা ফ্রেমওয়ার্ক ৪৮
৪.৬ দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা ফ্রেমওয়ার্ক ৫০
৪.৭ পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক ৫১
৫. কোভিড-১৯: চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ৫১
৬. ইনসেপশন পর্যায়ের শিখন অবহিতকরণ ৫২
ওয়েবিনার থেকে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ৫২
৭. শিখন ৫২

সংযুক্তি ১: কর্মসূচির যত অর্জন ৫৪
সংযুক্তি ২: অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ ৫৭
সংযুক্তি ৩: সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা ৫৮
সংযুক্তি ৪: প্রসপারিটি'র প্রোগ্রাম প্লেসমেন্ট ও সার্ভিস ডেলিভারি চ্যানেল ৬০
সংযুক্তি ৫: নিরীক্ষা প্রতিবেদন ৬১
সংযুক্তি ৬: প্রসপারিটি লগফ্রেম ৬৬

চিত্র তালিকা

চিত্র ১: এক নজরে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল ১৪
চিত্র ২: প্রসপারিটির প্রত্যাশিত ফলাফল ২২
চিত্র ৩: প্রসপারিটির কর্মএলাকা ২৪
চিত্র ৪: প্রসপারিটি কর্মসূচির বহুমাত্রিক কম্পোনেন্টসমূহ ২৬
চিত্র ৫: প্রসপারিটি কর্মসূচির তহবিল ২৭
চিত্র ৬: প্রসপারিটি পরিবর্তন তত্ত্ব ২৮
চিত্র ৭: প্রসপারিটি কর্মসূচির কর্মএলাকায় দারিদ্র্যের চিত্র ৩৭
চিত্র ৮: পাইলটিং ইউনিয়নে প্রতিবন্ধিতার চিত্র ৩৯
চিত্র ৯: প্রসপারিটির কর্মএলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ৩৯
চিত্র ১০: প্রসপারিটি কর্মএলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কভারেজ ৩৯
চিত্র ১১: প্রসপারিটি কর্মএলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন পরিস্থিতি ৪০
চিত্র ১২: প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কম্পোনেন্টের কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক ৪৩
চিত্র ১৩: জীবিকায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক ৪৪
চিত্র ১৪: পুষ্টি কম্পোনেন্টের কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক ৪৪
চিত্র ১৫: কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক ৪৬
চিত্র ১৬: প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণের অপারেশনাল এপ্রোচ ৪৮
চিত্র ১৭: নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন-এর কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক ৫০
চিত্র ১৮: কোভিড-১৯ বিষয়ক গুণগত গবেষণার ফলাফল ৫০

সারণি তালিকা

সারণি ১: পাইলটিংভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে খানা জরিপের সারসংক্ষেপ ৩৭
সারণি ২: চারটি কর্মঅঞ্চলে ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নে অতিদরিদ্র খানার অনুপাত ৩৮
সারণি ৩: ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নের অতিদরিদ্র খানাসমূহের মাসিক মাথাপিছু আয় ৩৮
সারণি ৪: ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নে অতিদরিদ্র খানার আয়-বর্ধনমূলক সম্পদের পরিমাণ ৩৮

শব্দ সংক্ষেপ

এআইএস - একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম

বিবিএস - বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স

বিডিটি - বাংলাদেশী টাকা

সিবিএন - কস্ট অফ বেসিক নিডস

সিএলপি - চরস লাইভলিহুড প্রোগ্রাম

সিএম - কমিউনিটি মোবিলাইজেশন

ডিসি - ডেপুটি কমিশনার

ডিএফআইডি- ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট

ডিআইডি - ডিজাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট

ডিএনআই - ডিরেক্ট নিউট্রিশন ইন্টারভেনশন

ইইপি - ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ দ্যা পুরেস্ট

ইপি - এক্সট্রিম পুওর

ইআরডি - ইকোনোমিক রিলেশন্স ডিভিশন

ইইউ - ইউরোপীয় ইউনিয়ন

এফসিডিও - ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস

এফজিডি - ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

এফআইডি - ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স ডিভিশন

এফএসপি - ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওর

এফওয়াই - ফিসকাল ইয়ার

জিডিপি - গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট

জিআইএস - জিওগ্রাফিক ইনফরম্যাশন সিস্টেম

এইচএইচ - হাউজহোল্ড

এইচআইইএস- হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে

এইচআর - হিউম্যান রিসোর্স

আইজিএ - ইনকাম জেনারেটিং এক্টিভিটিস

আইআইএস - ইন্টিগ্রেটেড ইনফরম্যাশন সিস্টেম

আইটি - ইনফরম্যাশন টেকনোলজি

এমইএএল - মনিটরিং, ইভালিউশন, একাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড লার্নিং

এমআইএস - ম্যানেজমেন্ট ইনফরম্যাশন সিস্টেম

এমপিআই - মাল্টিডায়মেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্স

এনএনএস - ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস

ওডিকে - ওপেন ডেটা কিট

পিইপিআইটি - পার্টিসিপেটরি এক্সট্রিম পুওর আইডেন্টিফিকেশন টেকনিক

পিআইইউ - প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট

পিকেএসএফ - পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

পিএমইউ - প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট

পিও - পার্টনার অরগানাইজেশন

পিপিইপিপি - পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল

পিপিপি - পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটি

প্রাইম - প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন

পিডব্লিউডি - পার্সন্স উইথ ডিজ্যাবিলিটি

এসডিজি - সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস

টিইউপি - টার্গেটিং দ্যা আল্ট্রা পুওর

ইউকে - ইউনাইটেড কিংডম

ইউএন - ইউনাইটেড ন্যাশন্স

ইউএনডিপি - ইউনাইটেড ন্যাশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

ইউএনও - উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ইউপিপি - আল্ট্রা পুওর প্রোগ্রাম

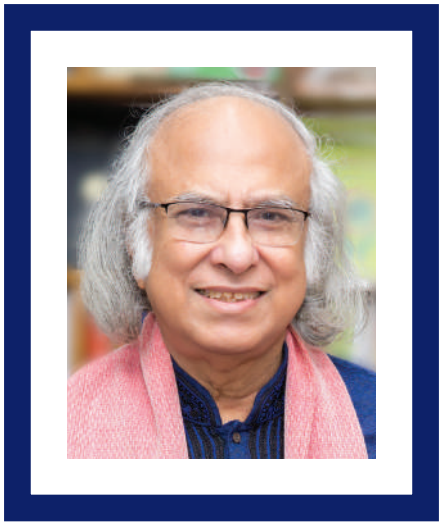

বার্তা

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

চেয়ারম্যান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

টেকসই উন্নয়ন অর্জনে জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এসডিজি) ক্রম বিকাশমান। বৈশ্বিক উন্নয়ন অভীষ্টের এই তালিকায় দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রথম স্থানে রাখা রয়েছে (এসডিজি-১)। এ কথা অনস্বীকার্য যে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা চিহ্নিকরণ এবং এসব বহুমুখী মাত্রা বিবেচনায় রেখে টেকসইভাবে দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরি। তবে দারিদ্র্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এখনও মূলত উপার্জনের পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অতিদারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে এখনও দৈনিক মাথাপিছু ১.৯০ মার্কিন ডলার আয়ের সীমারেখা অনুসরণ করা হয়। ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে মাল্টি-ডায়মেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্স (এমপিআই) পরিমাপ পদ্ধতি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচন নীতিনির্ধারণে এই পরিমাপ পদ্ধতির ব্যবহার খুব সীমিতই।

গত তিন দশকের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশে এবং অতিদারিদ্র্যের হার ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮)। এই পরিসংখ্যানে মানুষের খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ (উচ্চমাত্রার দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ২,১২২ ক্যালরি এবং অতিদারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ১,৮০৫ ক্যালরি) এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও উপার্জনভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় মাল্টি-ডায়মেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্সের প্রয়োগ হলে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার আরও বৃদ্ধি পাবে।

তাত্ত্বিক এসব বিতর্ক সত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায়, বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সম্মিলিত ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম এবং অন্যান্য দরিদ্র-বান্ধব কর্মসূচির পাশাপাশি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনায় অনুদানভিত্তিক ও ঋণভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে।

গত তিন দশক ধরে পিকেএসএফ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিকেএসএফ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত ও মূলস্রোতভুক্ত করতে অবদান রেখেছে। সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন অংশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পিকেএসএফ বর্তমানে বিস্তৃত পরিসরে দেশের ৬৪টি জেলায় ১.৪ কোটি খানায় নমনীয় ও উদ্ভাবনী আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল' (পিপিইপিপি) বা সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' অতিদারিদ্র্য বিমোচনের একটি 'ফ্লাগশিপ' কর্মসূচি। ২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে যুক্তরাজ্য সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পিকেএসএফ ও পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহ অর্থায়ন করছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ২০২৯ সালের মধ্যে (এসডিজি অভীষ্ট পূরণের সময়সীমার এক বছর পূর্বে) বাংলাদেশের ২০ লক্ষ মানুষকে অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে বের করে আনা। কর্মসূচিটি জলবায়ুজনিত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চল এবং দারিদ্র্যপীড়িত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত নির্বাচিত এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক প্রকৃতি বিবেচনায় প্রসপারিটি কর্মসূচি চিহ্নিত অতিদরিদ্র খানাসমূহের পাঁচটি মূলধন যথা: আর্থিক মূলধন, মানবসম্পদ, ভৌত মূলধন, প্রাকৃতিক মূলধন ও সামাজিক মূলধন উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে প্রসপারিটি কর্মসূচির পরিকল্পনায় জীবিকায়নের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যার সবগুলোই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সম্পর্কিত।

এই প্রতিবেদনে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত অতিদারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি, কর্মসূচির এক বছর মেয়াদি ইনসেপশন পর্ব (এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০) এবং সেই সাথে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে প্রসপারিটির পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে মাঠপর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা ও দেশের দারিদ্র্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

দেশের চরাঞ্চল (ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা অববাহিকা), উপকূল ও হাওর এলাকার ১৭টি পাইলটিং ইউনিয়নে প্রসপারিটির আওতায় পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে (মাল্টি-ডায়মেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্স) ৯০.৩ শতাংশ উপকূলীয় মানুষ দারিদ্র্যের হারের শীর্ষে অবস্থান করছে। অন্যদিকে হাওর, উত্তরাঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যথাক্রমে ৮৯.৫, ৮৬.৩ এবং ৭৯.৫ শতাংশ মানুষ এই সূচক অনুযায়ী দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করছেন। ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কারণে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মানুষ দারিদ্র্যের পীড়ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। আন্তঃপ্রজন্মের দারিদ্র্যের এই ফাঁদ থেকে এসব মানুষকে বের করে আনা সম্ভব না হলে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

এ কারণে পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য ও অংশগ্রহণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম পরিচালনায় নানা উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ করছে। দেশের ১৫টি জেলায় নির্বাচিত ১৮৮টি ইউনিয়নজুড়ে বাস্তবায়নাধীন প্রসপারিটি কর্মসূচি এই লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস, ২০২৯ সালে প্রসপারিটির দ্বিতীয় মেয়াদ পূরণের সময়ে এই কর্মসূচি লক্ষিত ২০ লক্ষ মানুষের (পাঁচ লক্ষ খানাভুক্ত) অতিদারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোকাবেলার চলমান

> “ পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) বা সংক্ষেপে ‘প্রসপারিটি’ অতিদারিদ্র্য বিমোচনের একটি ‘ফ্লাগশিপ’ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ২০২৯ সালের মধ্যে (এসডিজি অভীষ্ট পূরণের সময়সীমার এক বছর পূর্বে) বাংলাদেশের ২০ লক্ষ মানুষকে অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে বের করে আনা।

প্রচেষ্টা ও এসডিজি লক্ষ্যসমূহ পূরণে বিশেষ অবদান রাখবে।

কয়েক দশক ধরে পিকেএসএফ-এর প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন দেয়ায় সরকার ও বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রসপারিটি কর্মসূচিতে অর্থায়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এর হাতে হাত রেখে অংশগ্রহণের জন্য দীর্ঘদিনের উন্নয়ন সহযোগী যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েল্থ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও; ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রসপারিটি কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থাগুলোকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পিকেএসএফ-এর সাথে দীর্ঘ তিন দশকের যাত্রায় মানুষের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি পূরণে অটল থাকতে আমি তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পিছিয়েপড়া লাখো মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাতে যাদের আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রমে পিকেএসএফ সুখ্যাতি অর্জন করেছে সেসব কর্মকর্তা ও অন্যান্য সহকর্মীরাও প্রশংসার দাবিদার।

বার্তা

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

গত এক দশকে বাংলাদেশের সাফল্য বিস্ময়কর। দেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন দ্রুত বিকাশমান, যার ফলে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পথে মানব উন্নয়ন সূচকে আমরা এখন দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশ ১৯৯১ সালের ৫৯ শতাংশের দারিদ্র্যের হার ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে এবং একই সময়ের ব্যবধানে অতিদারিদ্র্যের হার ৪৩ শতাংশ থেকে ১১.৩ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য ২০৩০ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুযোগ রয়েছে।

জলবায়ুজনিত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও দারিদ্র্যকবলিত প্রান্তিক এলাকায় টেকসই উপায়ে অতিদারিদ্র্য নিরসন এবং অতিদরিদ্র মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) বা সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে পিকেএসএফ। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯ সালে প্রসপারিটি যাত্রা শুরু করে। কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে (২০১৯-২০২৫) দেশের ১৫টি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলার ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষ (২.৫ লক্ষ খানাভুক্ত) বহুমাত্রিক সেবা পাবেন। জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রসপারিটির কর্মএলাকা হিসেবে জরুরিভিত্তিতে সহায়তা ও বেশি মনোযোগ প্রয়োজন এমন ৪৩টি উপজেলাভুক্ত ১৮৮টি ইউনিয়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক রূপ বিবেচনায় নিয়ে প্রসপারিটি কর্মসূচি আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্যাকেজ হাতে নিয়েছে। সেই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপার্জন বৃদ্ধি, বিশেষ করে অতিদরিদ্র মানুষদের বাজার সংযোগ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচিটি জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখছে।

এসব বহুমুখী ও সমন্বিত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকার ও বাজার ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঘাতসহিষ্ণু জীবিকায়নের উন্নয়ন এবং উন্নত পুষ্টি গ্রহণের অভ্যাস তৈরি করা। পিকেএসএফ-এর সাথে অতিদারিদ্র্য নিরসনে কার্যক্রম বাস্তবায়নের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ১৯টি সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে।

গত ২০১৯ সালের অক্টোবরে প্রসপারিটি কর্মসূচির পাইলটিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এর প্রায় দুই দশক আগে ২০০০ সালে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংক 'অর্থায়িত ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওর' (এফএসপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রসঙ্গত, এফএসপি ছিল পিকেএসএফ-এর প্রথম অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। পরবর্তীতে পিকেএসএফ দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব প্রকল্প বা কর্মসূচির মধ্যে বৃহত্তর-উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা নিরসনে গৃহীত প্রাইম প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এ মুহূর্তে দেশের প্রায় ১.৪ কোটি অতিদরিদ্র খানা ২৭২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সেবা পাচ্ছেন।

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাইম ও ইউপিপি-উজ্জীবিত কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত প্রসপারিটি কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও সমাজের সবচেয়ে পিছিয়েপড়া অংশকে সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা তুলনামূলক

বেশি এমন ভৌগোলিক এলাকা প্রসপারিটির কর্মএলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রসপারিটির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোও বহুমাত্রিক। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য উপার্জন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা তৈরি। টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে এসব কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রসপারিটি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী যুক্তরাজ্য সরকারের এফসিডিও (ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে পাশে পেয়েছি। আশা করছি, আমাদের এই উষ্ণ সম্পর্কের গভীরতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে। প্রসপারিটি কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সহযোগী সংস্থাগুলোই আমাদের মূল শক্তি। এসব সংস্থার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই দরিদ্র মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য অর্জনে আমরা সাফল্য পেয়ে আসছি। প্রসপারিটিতে যুক্ত সকল সহযোগী সংস্থার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে আমি আমার সকল সহকর্মী এবং প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমরা ইনসেপশন পর্বের এক বছর অতিবাহিত করে এখন মূল বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রথমবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাতের সুযোগ পেয়েছি।

ছবি: ফয়জুল তারেক

প্রসপারিটি কর্মসূচি সাতক্ষীরার তাছলিমার মতো অতিদরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

মুখবন্ধ

একিউএম গোলাম মাওলা

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
এবং প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি-পিকেএসএফ

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় রেখে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য পূরণে সরকারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং এর বিপরীতে দারিদ্র্যাবস্থায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যার ব্যাপকতার কারণে এ লক্ষ্য অর্জন বেশ দুরূহ। আর তাই আগামী ১০ বছরে সরকারি নীতিনির্ধারক ও উন্নয়ন কর্মীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অতিদরিদ্র মানুষ ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে একটি কার্যকরী উন্নয়ন মডেল খুঁজে বের করা।

এই চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র দারিদ্র্যের হার হ্রাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেন পুনরায় অতিদারিদ্র্যে পতিত না হয় সেটা নিশ্চিত করাও জরুরি। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত পূর্ববর্তী কয়েকটি কর্মসূচি (যেমন: প্রাইম, ইউপিপি-উজ্জীবিত) এবং দেশ ও দেশের বাইরে বাস্তবায়িত বেশ কিছু অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প বা কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উপার্জনকারীর মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার মতো আকস্মিক অভিঘাতের ফলে মানুষের কাজ করার সক্ষমতা ও জীবিকার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ার কারণে মানুষ পুনরায় অতিদারিদ্র্যে পতিত হয়। দারিদ্র্যের অন্যান্য দিকগুলোর সাথে যোগ হয়ে এই পরিস্থিতি বিপুল সম্পদ ব্যয়ে অর্জিত দারিদ্র্য হ্রাসের সাফল্যকে ম্লান করে দেয় এবং টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন সহযোগীরা কর্মসূচির মেয়াদ পূর্তির পর স্থায়ীভাবে প্রস্থান কৌশল (এক্সিট স্ট্র্যাটেজি) নির্ধারণে ব্যর্থ হন।

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল কর্মসূচি পরিকল্পনায় এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলোর মধ্যে প্রসপারিটি অন্যতম বৃহত্তর কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এ কর্মসূচির মেয়াদ এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বেঁধে দেয়া সময়সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসপারিটির অন্যতম লক্ষ্য হলো উদ্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের পর সম্ভাব্য প্রতিরূপায়ণের জন্য মডেলটি সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।

'গ্রাজুয়েশন' মডেলের কার্যকরী দিকগুলো সংযোজন এবং সীমাবদ্ধতাগুলো বিয়োজন করে কর্মসূচির কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গতানুগতিক 'গ্রাজুয়েশন' থেকে বেরিয়ে এসে 'পাথওয়েজ আউট অফ পোভার্টি' কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং একই সাথে বাজার উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু সহনশীলতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং লাইফ সাইকেল গ্রান্ট পাইলট এর মতো নতুন নতুন কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, তাই এই কর্মসূচি সরকারি-অর্থায়ন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

দারিদ্র্য বহুরূপী। যেসব কর্মসূচি বাছাই করে এর এক বা দু'টি দিক নিয়ে কাজ করে, সেগুলো দরিদ্র মানুষের উপার্জন উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উত্তোরণ বা টেকসই পর্যায়ে নিয়ে আসতে সমর্থ হয় না। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বিস্তীর্ণ নয় এমন গতানুগতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, ফলে দীর্ঘমেয়াদে সেগুলো বাস্তবিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না।

প্রসপারিটি কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি দারিদ্র্যের বহুমুখী আচরণ বিবেচনায় রেখে শ্রমদানে অক্ষম খানাগুলোতেও উপযুক্ত ও চাহিদামাফিক সেবা প্রদান করতে সক্ষম। কর্মসূচির সমন্বিত আর্থিক, সামাজিক, কারিগরি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত মাত্রিকতা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্যত্র প্রতিরূপায়ণ করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রসপারিটি কর্মসূচির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কর্মসূচিটি জলবায়ু-সহিষ্ণুতা তৈরিতে কাজ করছে। কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহের একটি বড় অংশজুড়ে থাকছে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব রয়েছে এমন কর্মএলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষমতা সৃষ্টি। বিভিন্ন জলবায়ু বিপর্যয় প্রায়শই দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এতে দশকের পর দশক ধরে চলমান অতিদারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অর্জিত সাফল্যগুলো ম্লান হয়ে যায়।

কর্মসূচির প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রতিবেদনটি গত এপ্রিল ২০১৯-এ সমাপ্ত হওয়া প্রসপারিটির ইনসেপশন পর্ব থেকে আমাদের অর্জিত অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্তসার। বিশেষ করে, করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে পিকেএসএফ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মাঠপর্যায়ে সহযোগী সংস্থাগুলো কঠিন একটি বছর পার করেছে। এ সত্ত্বেও তারা কর্মসূচিটিকে সঠিক পথে চালিত করতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন। তাদের আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি তাদের প্রত্যেকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বছরজুড়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার জন্য আমি আমাদের উন্নয়ন সহযোগী এফসিডিও (ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

একই সাথে আমি প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, পিকেএসএফ-এর সকল সহকর্মী, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেই প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রসপারিটি প্রোগ্রাম টিম, সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত জনবলের অবদান ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সবার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

ছবি: ফয়জুল তারেক

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহের একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে অতিদারিদ্র্য নিরসনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।

এক নজরে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) কর্মসূচি

সংক্ষিপ্ত নাম
প্রসপারিটি

মূল লক্ষ্য
২০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়ন

কর্মএলাকা
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী উপজেলাসমূহ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা -- জলবায়ুজনিত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এই তিন ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত দেশের ১৫ জেলার ৪৩টি উপজেলাভুক্ত ১৮৮টি ইউনিয়ন

মেয়াদ
দুই মেয়াদে ১০ বছর (বর্তমানে প্রথম মেয়াদ চলমান রয়েছে)

খানা নির্বাচন
অতিদারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী অতিদরিদ্র নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি, শিশুশ্রম-নির্ভর খানাসহ পিছিয়েপড়া গোষ্ঠী

মূল কার্যক্রম
(পিকেএসএফ কর্তৃক) জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, (এফসিডিও কর্তৃক) বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন, পলিসি এডভোকেসি এবং লাইফ-সাইকেল গ্রান্টস পাইলট

ক্রস-কাটিং ইস্যু
দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, জেন্ডার সমতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রতিবন্ধিতা

উন্নয়ন সহযোগী
যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও; ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)

মূল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মাঠপর্যায়ের সহযোগী সংস্থা
পিকেএসএফ-এর ১৯টি সহযোগী সংস্থা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.ppepp.org

চিত্র ১: এক নজরে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল

সারসংক্ষেপ

গত কয়েক দশকে দারিদ্র্যের হার হ্রাসে লক্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও, বাংলাদেশে এখনও ২.২ কোটি মানুষ অতিদরিদ্র (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮)। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক সেবাগুলোতে প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা এমনভাবে দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ হন, যা থেকে বেরিয়ে আসা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ গত তিন দশক ধরে দরিদ্র, অতিদরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন এবং কর্মসৃজন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায়, পিকেএসএফ পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' নামে পরিচিত এই কর্মসূচি দুই মেয়াদে ২০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষকে (প্রধানত নারী) মূলস্রোতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করার প্রয়াসে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগে বাস্তবায়নাধীন অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সেবাগুলোতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি জাতীয় সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নেও কাজ করবে। প্রসপারিটি কর্মসূচির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলো যেখানে লক্ষিত খানাগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যত জলবায়ুজনিত আঘাতের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এই কর্মসূচি জাতিসংঘের এসডিজিসহ বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রসপারিটি কর্মসূচিটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্মসূচির প্রথম পর্যায় (২০১৯-২০২৫) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের সফল বাস্তবায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর অনুমোদনসাপেক্ষে কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় (২০২৫-২০২৯) বাস্তবায়িত হবে।

প্রসপারিটি কর্মসূচির দু'টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে:

» প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের (দুই মেয়াদে ১০ বছরের মধ্যে) অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে টেকসই উন্নয়ন; এবং

» অতিদরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি সেবার অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

বর্তমানে ১০ লক্ষ মানুষকে নিয়ে কর্মসূচির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। **প্রথম পর্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফলের মধ্যে রয়েছে:**

» অন্তত ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের অতিদারিদ্র্য অবস্থা টেকসইভাবে দূরীকরণ;

» প্রায় ৩.৫৭ লক্ষ নারী ও শিশুর পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়নে পুষ্টি সেবা প্যাকেজের আওতাভুক্ত করা;

» প্রায় ১.২৫ লক্ষ নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন; এবং

» ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কর্মসূচির মূল কম্পোনেন্ট ছয়টি। পিকেএসএফ পর্যায়ে গঠিত প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ছয়টি কম্পোনেন্টের মধ্যে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টগুলো বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির বাকি তিনটি কম্পোনেন্ট বাজার উন্নয়ন, নীতি অধিপরামর্শ ও জীবনচক্রভিত্তিক অনুদান পাইলটিং এফসিডিও (ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি)-এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

এসব কম্পোনেন্টের পাশাপাশি প্রসপারিটি কর্মসূচির তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যু রয়েছে: ১) দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, ২) প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ এবং ৩) নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি পিআইইউ কর্তৃক প্রসপারিটি কর্মসূচির ইনসেপশন পর্বের অগ্রগতি নিয়ে রচিত।

খুলনা জেলার নলিয়ানের জনজীবন বেশ কঠিন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের এই উপকূলীয় এলাকা প্রসপারিটির অন্যতম কর্মএলাকা। প্রায় প্রতি বছরই জলবেষ্টিত এই অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে।

ছবি: ফয়জুল তারেক

ইনসেপশন পর্ব

তুলনামূলক অধিক ঘনত্বে অতিদরিদ্র মানুষের বসবাস রয়েছে এমন ১৫ জেলার ১৮৮টি ইউনিয়নে প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা তীরবর্তী এলাকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তর-পূর্বের হাওর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত প্রসপারিটির কর্মএলাকায় ভিন্ন-ভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সেবার অভিগম্যতা সৃষ্টিতে ভিন্ন-ভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

প্রসপারিটির মতো একটি অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সঠিক পরিকল্পনা, নির্ভুলভাবে সদস্য নির্বাচন এবং গৃহীত কার্যক্রমসমূহের পদ্ধতিগত পরীক্ষামূলক যাচাই প্রয়োজন। এসব কার্যাবলীর মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকতা, সম্পদের অপচয় রোধ এবং ফলাফলের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রসপারিটি পিআইইউ এক বছর মেয়াদি ইনসেপশন পর্ব বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত করেছে। কর্মএলাকায় এই পর্বের অধীনে দৈবচয়নভিত্তিতে নির্বাচিত ১৭টি ইউনিয়নে পাইলটিং কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়। ইনসেপশন পর্বে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রস্তুতি, পিআইইউ ও সংস্থা পর্যায়ে জনবল নিয়োগ, এবং জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টসহ তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যুর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের পরীক্ষামূলক যাচাই সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি, অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন পদ্ধতি এবং অতিদরিদ্র খানায় প্রসপারিটির সেবা পৌঁছে দেয়ার সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়।

ইনসেপশন পর্বের অর্জন:

ক. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রস্তুতি

অন্তত ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের (২.৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা) জন্য চাহিদা ও সরবরাহভিত্তিক মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণে কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা গত এক বছরে পূর্ণাঙ্গ সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পিকেএসএফ পর্যায়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ)' গঠন; কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র খানায় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ ও ২০১৬-তে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ১৫টি জেলার ৪৩টি উপজেলাকে কর্মএলাকা হিসেবে প্রাথমিকাবে চিহ্নিতকরণ; মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯টি সহযোগী সংস্থা নির্বাচন; সংস্থা পর্যায়ে প্রসপারিটি সেল গঠন; কর্মসূচি পরিচালন ব্যবস্থা ও প্রোটোকল নির্ধারণ (ব্যক্তিগত ভূমিকা ও দায়িত্ব, যোগাযোগ প্রোটোকল, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল ইত্যাদি); এবং মাঠ পর্যায়ে সেবা সরবরাহ কাঠামো প্রস্তুত।

খ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল উন্নয়ন

অতিদরিদ্র খানায় প্রসপারিটি জীবনচক্রভিত্তিক সেবা সরবরাহের কৌশল গ্রহণ করেছে। এসব সেবা সরবরাহের সর্বোচ্চ সাফল্য নির্ভর করে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও উপযুক্ত ফ্রেমওয়ার্ক-এর ওপর। ফলে তিনটি কম্পোনেন্ট (জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) ও তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যু (দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, প্রতিবন্ধিতা ও নারীর ক্ষমতায়ন)-এর জন্য পিআইইউ কনসেপচুয়াল ও অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করে। সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে এসব ফ্রেমওয়ার্ক সমন্বিতভাবে কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে সংযোগ রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ. ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ কৌশল উন্নয়ন

কর্মসূচির কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণে পিআইইউ প্রসপারিটির লগফ্রেম, মনিটরিং, ইভালিউশন, একাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক; একাউন্টিং ইনফরম্যাশন সিস্টেম (এ.আই.এস.); ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন সিস্টেম (আই.আই.এস.) ফ্রেমওয়ার্ক; জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জি.আই.এস.) ফ্রেমওয়ার্ক; ডেলিভারি চেইন রিস্ক ম্যাপিং ফ্রেমওয়ার্ক এবং রিস্ক অ্যান্ড সেইফগার্ডিং পলিসি প্রণয়ন করেছে। এসব কৌশল প্রসপারিটির কার্যক্রম অনুসরণ, সেবা সরবরাহ, ঝুঁকি যাচাই, মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ. সক্ষমতা বৃদ্ধি

পিকেএসএফ ও সংস্থা পর্যায়ে প্রসপারিটি বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। গত এক বছরে পিআইইউ-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বিষয়ক, অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন প্রক্রিয়া, ওপেন ডেটা কিট সফটওয়্যারের ব্যবহার ও খানা জরিপের ওপর ধারাবাহিকভাবে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও কারিগরি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে কার্যক্রম বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল ইত্যাদি) এবং লক্ষিত খানার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ক সেশন পরিচালনা করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ বা কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য প্রসপারিটি বাস্তবায়নে নিয়োজিত জনবলের কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিসর ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য ও এর কারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা বৃদ্ধি করা।

ঙ. টার্গেটিং, অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা পাইলটিং

ইনসেপশন পর্বের অন্যতম বড় অর্জন হলো তিনটি ভৌগোলিক এলাকা এবং দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানা

নিয়ে ১০ জেলার ১৭টি ইউনিয়নে পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ১ অক্টোবর ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া পাইলটিং কার্যক্রমের সময় কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন প্রক্রিয়া কয়েক ধাপে চূড়ান্ত করা হয়। পাশাপাশি, নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় সেবা পৌঁছে দিতে কিছু ইউনিয়নে প্রসপারিটি শাখা স্থাপন করা হয়। পাইলটিংকালে ৩১,৯৮১টি অতিদরিদ্র খানা জরিপসহ ১০ ধাপের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার কার্যকরিতা ৯৩%। কর্মএলাকার অবশিষ্ট অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

চ. পাইলটিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত

খানা জরিপে প্রাপ্ত প্রধান-প্রধান তথ্য নিম্নরূপ:

» পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে অতিদরিদ্র খানা ৩৯ শতাংশ। খানাগুলোর বেশিরভাগ (৪০ শতাংশ) সদস্যের বয়স ২০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। খানাগুলোর ৫ শতাংশ প্রবীণ সদস্য (৬৫ উর্ধ্ব)।

» পেশাগতভাবে ৬২ শতাংশ অতিদরিদ্র খানা দিন মজুরির ওপর নির্ভরশীল। খানাগুলোর দৈনিক গড় মাথাপিছু আয় ১,২৪৫ টাকা।

» খানাগুলোর গড় জমির পরিমাণ ৮ শতক। ৩৫ শতাংশ খানা ভূমিহীন, ৯২ শতাংশ খানার জমির পরিমাণ ২০ শতকের নিচে। খানাগুলোর প্রায় অর্ধেকের (৪৯ শতাংশ) জমির পরিমাণ ১০ শতকের নিচে।

» এসব খানার প্রায় ৯৬ শতাংশের আয়-বর্ধনমূলক সম্পদের পরিমাণ ২০,০০০ টাকার নিচে। অন্যদিকে, ৯৫ শতাংশের আয়-বর্ধনমূলক সম্পদের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা।

» জরিপকৃত খানাগুলোর ৮০ শতাংশ চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণহীন গ্রামীণ চিকিৎসক বা স্থানীয় ওষুধ দোকানির স্মরণাপন্ন হন।

» খানাগুলোর মাত্র ৫০ শতাংশের নিরাপদ পানি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে এবং এসব খানার চার ভাগের এক ভাগের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সুবিধা রয়েছে।

» অতিদরিদ্র খানাগুলোর ৫ শতাংশে অন্তত একজন প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৪৪ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা সুবিধার বাইরে।

» খানাগুলোর এক-চতুর্থাংশের নারী সদস্যরা স্বাধীনভাবে আয়-বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পান, তবে নিজেদের ব্যবসা বা ট্রেড লাইসেন্স, সঞ্চয় বা নিজেদের নামে জমি আছে এমন নারীর সংখ্যা খুবই কম। ট্রেড লাইসেন্স আছে এমন খানার সংখ্যা ১ শতাংশেরও নিচে।

» ৩১ শতাংশ অতিদরিদ্র খানার মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট রয়েছে। অন্যদিকে, ৫ শতাংশের এজেন্ট ব্যাংকিং একাউন্ট এবং ৬ শতাংশের বাণিজ্যিক ব্যাংকে একাউন্ট রয়েছে।

» প্রায় ৩১ শতাংশ অতিদরিদ্র খানা ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ছ. কোভিড-১৯ প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থা

করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে প্রসপারিটি কর্মসূচির ইনসেপশন পর্বের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তবে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এবং ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থায় কর্মসূচিভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে। মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদানের কাজেও এই অনলাইন যোগাযোগ প্লাটফর্ম ব্যবহার করা হয়।

মহামারীর প্রভাব মোকাবেলায় কর্মসূচির পক্ষ থেকে জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পাইলটিং ইউনিয়নগুলোতে নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাগুলোকে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী ক্রয়ে প্রায় ৩১ কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাইলটিংভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত একটি কোয়ালিটেটিভ স্টাডির ওপর ভিত্তি করে জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদানের এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গবেষণায় মহামারীকালে অতিদরিদ্র খানাগুলো কিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জীবন ধারণ করছে তা অনুসন্ধান করা হয়। টেলিফোনের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপে জানা যায়, বেশিরভাগ খানাই উপার্জনের অবলম্বন হারিয়ে ফেলেছে এবং ফলশ্রুতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে জীবন

ছবি: ক্রিয়েটিভ কমন্স

দেশের কর্মজীবী মানুষের একটি বড় অংশ করোনা ভাইরাস মহামারীতে উপার্জনের সুযোগ হারিয়েছেন, যা তাদের জীবন ও জীবিকাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে।

অতিবাহিত করছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী অনেক খানাই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বা বেলা কমিয়ে এনেছে। কেউ-কেউ প্রতিবেশী বা অত্মীয়-স্বজনদের থেকে ঋণ করে বা দোকান থেকে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করছেন। জরুরি নগদ অর্থ সহায়তার পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহ পৃথকভাবে বিভিন্ন মানবিক সহায়তা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

জ. শিখন

প্রসপারিটি কর্মসূচির এক বছর মেয়াদি ইনসেপশন পর্ব থেকে যেসব শিখন গ্রহণ করা হয়েছে:

১) অতিদরিদ্র খানা অধ্যুষিত কর্মএলাকা:

খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ ও খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় লক্ষিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী নির্ধারণ করা হয়। তবে ২০১৯ সালে কর্মসূচির আওতায় পাইলটিংভুক্ত কর্মএলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তথ্যের চেয়ে ইউনিয়নগুলোতে ১৫-২০ শতাংশ পয়েন্ট (পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) অতিদরিদ্র খানার সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র ধরা পড়ে। এর অর্থ হচ্ছে, অর্থনৈতিক অসঙ্গতিতে থাকা এসব 'নতুন দরিদ্র' মানুষদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে আরও বৃহৎ পরিসরে কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২) অতিদিরদ্র খানা নির্বাচন:

❖ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত মানদণ্ডসমূহ অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণে কার্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণে এ পদ্ধতি ৯৩ শতাংশ কার্যকর বলে বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

❖ সোশ্যাল ম্যাপিং ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর সমন্বয়ে প্রসপারিটির আওতায় গৃহীত পিইপিআইটি পদ্ধতি অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন পদ্ধতির মান উন্নয়নে সহায়তা করেছে।

❖ ওডিকে-ভিত্তিক ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ফলে অধিক পরিমাণ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করা সহজ হয়েছে।

৩) বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা:

❖ বৈচিত্র্যময় ও দুর্গম কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিবিড় প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সহযোগী সংস্থা নির্বাচন অপরিহার্য।

❖ পিআইইউ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল গঠনে কঠোর নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

৪) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

অতিদরিদ্র খানাসমূহের বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণে খানাসমূহের সক্ষমতা, ঝুঁকি এবং অঞ্চলভিত্তিক সম্ভাবনা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রয়োজন। সেই সাথে স্থানীয় প্রশাসন (জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা), স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী এবং সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনও গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

৫) জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন:

অতিদারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ-বিশেষ কর্মদক্ষতা ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। প্রসপারিটির ইনসেপশন পর্বজুড়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে পিআইইউভুক্ত সকল কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের সকল জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৬) এসওপি ও ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন:

কর্মসূচির যাত্রা শুরুর পর দ্রুততার সাথে বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক, স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিয়ার (এসওপি) এবং জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যু-সহ বিভিন্ন বিষয়াবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি বা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। ফলে পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

৭) সরকারি সেবা নিশ্চিতকরণে সহযোগী সংস্থার অধিপরামর্শ:

কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার-ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলাকালে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে অধিপরামর্শের (এডভোকেসি) মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র খানাসমূহে সরকারি বা বেসরকারি সেবার অভিগম্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এ সময়ে প্রসপারিটি সহযোগী সংস্থাসমূহের অধিপরামর্শের মাধ্যমে বেশ কিছু অতিদরিদ্র খানা স্থানীয় প্রশাসন থেকে সরবরাহকৃত ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছেন। দারিদ্র্য বিমোচনে এসব সেবা চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৮) ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা:

কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপটে পিআইইউ এবং মাঠপর্যায়ের সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। তাৎক্ষণিক এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কর্মসূচিভুক্ত কর্মকর্তা ও অতিদরিদ্র খানা পর্যায়ে সাশ্রয়ীভাবে প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার

প্রসপারিটি কর্মসূচির মূল বাস্তবায়ন পর্ব শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কারিগরি সেবা সরবরাহ ও অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ইনসেপশন পর্ব গ্রহণ করা হয়। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ফলে কর্মএলাকায় মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পিকেএসএফ পর্যায়ে গঠিত পিআইইউ এবং মাঠপর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কর্মএলাকায় ইতোমধ্যে প্রসপারিটি শাখা স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাসমূহে পূর্ণাঙ্গ পরিসরে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অতিদারিদ্র্য বিমোচনে এসব শাখা বর্তমানে প্রস্তুত রয়েছে।

অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ক্ষেত্রে খানা চিহ্নিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং ইস্যু। এ কারণে প্রসপারিটি কর্মসূচি পিইপিআইটি শীর্ষক একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ছবিতে প্রসপারিটির আওতায় অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) চলছে।

ছবি: তারেক সালাহউদ্দিন

প্রসপারিটি কর্মসূচির ঘটনাপ্রবাহ

ডিসেম্বর ১৭, ২০১৮	এফসিডিও (ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
আগস্ট ৫-১৬, ২০১৮	এফসিডিও কর্তৃক ডিউ ডেলিজেন্স এসেসমেন্ট সম্পন্ন
সেপ্টেম্বর ১৬-১৯, ২০১৮	এফসিডিও ও ইইউ প্রতিনিধি কর্তৃক পিকেএসএফ-এর মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন
মার্চ ৫, ২০১৯	অর্থ বিভাগ ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে সাবসিডিয়ারি গ্রান্ট এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর
মার্চ ৩১, ২০১৯	এফসিডিও ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
এপ্রিল ১, ২০১৯	এক বছরব্যাপী ইনসেপশন পর্ব শুরু
অক্টোবর ১, ২০১৯	কর্মসূচির আওতায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু
ফেব্রুয়ারি ৪-৭, ২০২০	এফসিডিও ও ইইউ প্রতিনিধি কর্তৃক প্রসপারিটির কর্মএলাকা পরিদর্শন
মার্চ ৩১, ২০২০	এক বছরব্যাপী ইনসেপশন পর্বের সমাপ্তি
এপ্রিল ১, ২০২০	প্রসপারিটির মূল পর্ব শুরু

হাতপাখার বাতাসে স্ত্রী-শিশুর যত্ন নিচ্ছেন এক ব্যক্তি; সংসারের কাজ ও শিশুর যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণের একটি নিদর্শন। কর্মএলাকায় সংসারে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রসপারিটি কাজ করছে।

ছবি: ফয়জুল তারেক

প্রসপারিটি জীবনচক্র

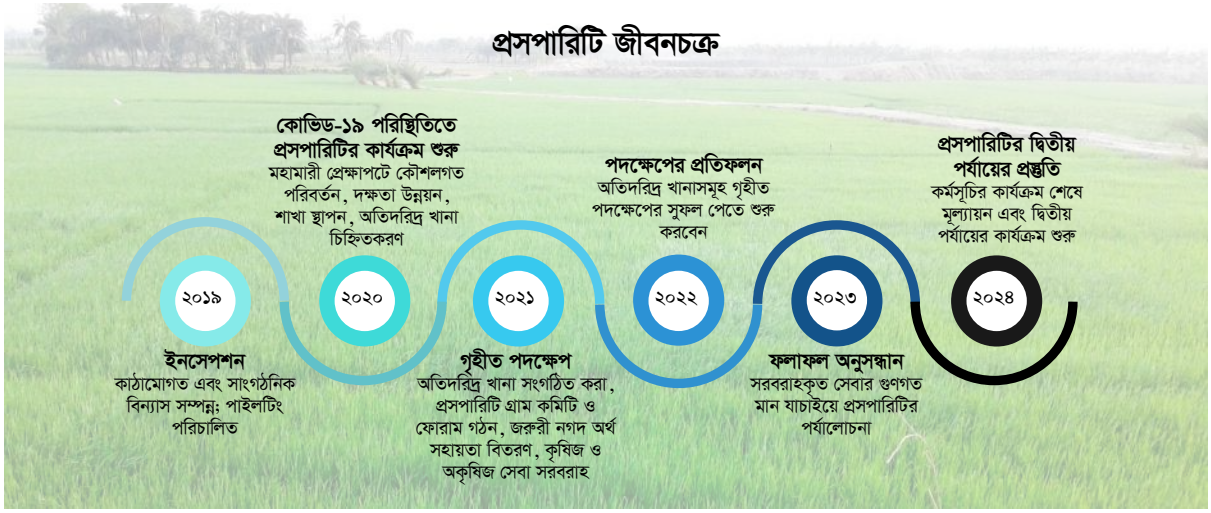

১. সূচনা : প্রাসঙ্গিকতা ও কর্মসূচির পটভূমি

প্রবৃদ্ধির উচ্চহার এবং দারিদ্র্য বিমোচন পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এদের একটি অপরটিকে ত্বরান্বিত করে। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, আয় বৃদ্ধি এবং মানব সূচক উন্নয়নেও প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছে। অগ্রগতির এই প্রতিফলন দেখা যায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের দারিদ্র্যের হার ১৯৯১ সালের ৫৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে দেশের অতিদারিদ্র্যের হার ৪৩ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ১১.৩ শতাংশে। তবে এরপরও, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও অতিদরিদ্র কিংবা অতিদারিদ্র্যে পতিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন।

উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহ, উপকূলীয় এলাকা এবং হাওর অঞ্চলের কিছু এলাকা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, যেখানে দারিদ্র্যের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড় জাতীয় দারিদ্র্যের হারের চেয়েও বেশি। অনেক এলাকায় বছরের পর বছর ধরে দারিদ্র্যের হার অপরিবর্তিত থেকে গেলেও কিছু এলাকায় এ হার বাড়ছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, শেরপুর, নীলফামারী এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে দারিদ্র্যের হার আগের তুলনায় বেড়েছে। এদের মধ্যে কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুরে ২০১৬ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৭১ শতাংশ ও ৬৪ শতাংশ। উভয় ক্ষেত্রেই এই হার ২০১০ সালের হারের চেয়ে বেশি।

এছাড়া, অন্যান্য অঞ্চল যেমন উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জীবিকায়নের সুযোগ সীমিত হওয়ায় এসব অঞ্চলের মানুষের জন্য টেকসই উপার্জনের সুযোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে এবং দৃশ্যত তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ফাঁদে বন্দি হয়ে আছেন।

বাংলাদেশ সরকার অতিদারিদ্র্য মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ২০১৬-২০২০ সালের জন্য প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় পরিসরে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই সময়সীমা আন্তর্জাতিক পরিসরে জাতিসংঘের 'সহস্রাসব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি)'-এর সমাপ্তি ও ২০১৫ পরবর্তী 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' প্রবর্তনের সময়সীমার সাথে মিলে গেছে। উল্লেখ্য, এসডিজি-এর প্রথম লক্ষ্যই হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র থেকে অতিদারিদ্র্য দূর করা।

এ প্রেক্ষাপটেই, দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে তাদের চরম দুরাবস্থা থেকে উত্তরণ এবং টেকসই উন্নয়নের পথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে বাস্তবায়িত পূর্ববর্তী অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রসপারিটি কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রাইম' ও 'ইউপিপি-উজ্জীবিত' প্রকল্প থেকে লব্ধ শিখন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া, বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়িত বেশ কিছু অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, যেমন: চর লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (সিএলপি), ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দ্যা পুওরেস্ট (ইইপি) এবং টার্গেটিং দ্য আল্ট্রা-পুওর (টিইউপি) কর্মসূচি থেকেও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার প্রত্যন্ত দ্বীপ-ইউনিয়ন গাবুরায় বসবাসরত এই অতিদরিদ্র খানায়, *বামে*, প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে। প্রসপারিটির আওতায় সেবা পেয়ে বাড়ির সামনে অব্যবহৃত জমি এবং ডিচে সবজি ও মাছ চাষের মাধ্যমে একটি আয়ের সংস্থান পেয়েছেন খানার সদস্যরা। এ ধরনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে অতিদারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্য কাজ করছে প্রসপারিটি কর্মসূচি।

ছবি: ফয়জুল তারেক

২. কর্মসূচির সংক্ষিপ্তসার

প্রসপারিটি একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, যা দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিম্ন আয়ের ফাঁদ থেকে বের করে এনে টেকসই উন্নয়নের পথে যুক্ত করতে কাজ করছে। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ভুক্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) কর্তৃক যুক্তরাজ্য সরকারের ভূতঃপূর্ব ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি; বর্তমানে এফসিডিও)-এর প্রতি অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই কর্মসূচির সূত্রপাত হয়। এর আগে, পিকেএসএফ অর্থ মন্ত্রণালয়ভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)-এর কাছে প্রসপারিটি কর্মসূচির জন্য একটি ধারণাপত্র (কনসেপ্ট নোট) প্রেরণ করে। ইআরডি, এফআইডি, ডিএফআইডি (বর্তমানে এফসিডিও), ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে পুনঃপুনঃ মতবিনিময়ের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল প্রসপারিটি কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

কর্মসূচিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের তিনটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন। অঞ্চলগুলো হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন জেলাসমূহ, দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়, অতিনাজুক নারী-প্রধান খানাসমূহ, প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন আন্তঃগোত্রীয় জনগোষ্ঠীকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রেখেছে প্রসপারিটি। প্রথাগত 'গ্র্যাজুয়েশন' মডেল থেকে সরে এসে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অতিদরিদ্র খানাগুলোর জন্য তাদের চাহিদামাফিক নমনীয় সহায়তা প্যাকেজ নিশ্চিত করতে এই কর্মসূচি নিজস্ব দারিদ্র্য বিমোচনমূলক পন্থা 'পাথওয়েজ আউট অফ পোভার্টি' গ্রহণ করেছে।

২.১ উদ্দেশ্য

দুই মেয়াদে বিভক্ত ১০ বছরব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য দু'টি:

১. প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের টেকসইভাবে অতিদারিদ্র্য বিমোচন।

২. অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদারে সহযোগিতা প্রদান।

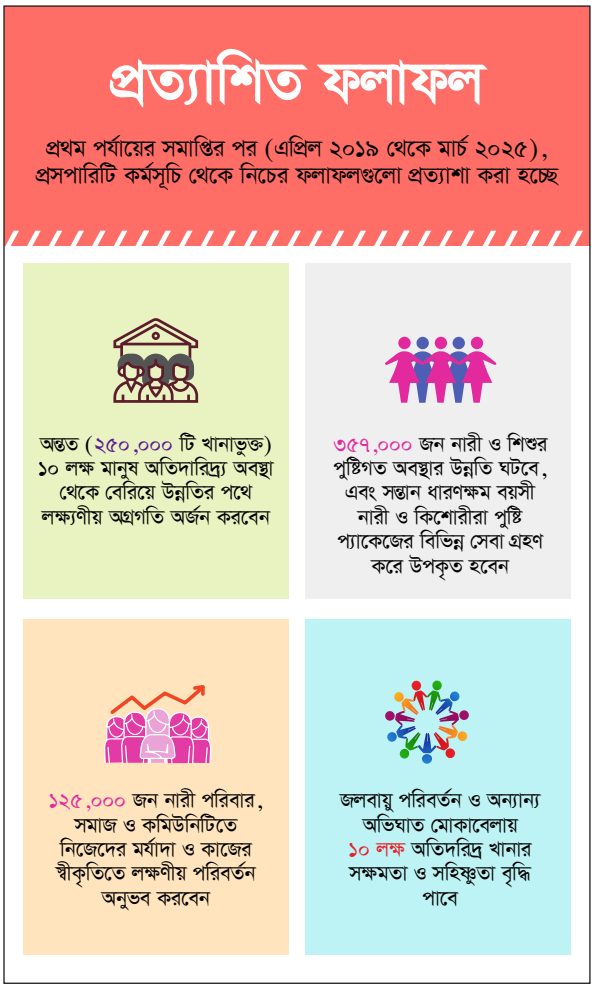

চিত্র ২: প্রসপারিটির প্রত্যাশিত ফলাফল

২.২ প্রত্যাশিত ফলাফল

বর্তমানে পিকেএসএফ প্রসপারিটি কর্মসূচির প্রথম পর্ব (এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২৫) বাস্তবায়ন করছে। প্রথম পর্বের শেষে প্রসপারিটি কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সম্ভব্য ফলাফলসমূহ অর্জিত হবে:

ক) অন্তত ১০ লক্ষ মানুষের (২.৫ লক্ষ খানাভুক্ত) অতিদারিদ্র্য বিমোচন এবং তাদের টেকসই সমৃদ্ধির পথে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন।

খ) প্রায় ৩,৫৭,০০০ নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং প্রজননক্ষম নারী ও কিশোরীদের জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক বিশেষ সেবা সরবরাহ।

গ) প্রায় ১,২৫,০০০ নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং পরিবার ও সমাজে সক্ষমতা তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা।

ঘ) প্রায় ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রসপারিটি কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্ব শেষে নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জিত হবে:

ক) অন্তত ২০ লক্ষ মানুষের (৫ লক্ষ খানাভুক্ত) অতিদারিদ্র্য বিমোচন।

খ) প্রায় ৮,৬৭,০০০ নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং প্রজননক্ষম নারী ও কিশোরীদের জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক বিশেষ সেবা সরবরাহ।

গ) প্রায় ২,৫০,০০০ নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং পরিবার ও সমাজে সক্ষমতা তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা।

ঘ) প্রায় ২০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঙ) নির্বাচিত এলাকার অতিদরিদ্র খানাসমূহে মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

চ) অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মসূচিগুলোর জন্য সরকারি তহবিল বৃদ্ধি।

২.৩ কর্মসূচির মেয়াদ

প্রসপারিটি কর্মসূচিটি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত। কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে রয়েছে এক বছরের ইনসেপশন পর্ব (১ এপ্রিল ২০১৯ - ৩১ মার্চ ২০২০) এবং ৫ বছর মেয়াদি মূল বাস্তবায়ন পর্ব (১ এপ্রিল ২০২০ - ৩১ মার্চ ২০২৫)। এই পর্বের শেষভাগ থেকে কর্মসূচিটির ৫ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের সন্তোষজনক অগ্রগতি বিবেচনায় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়টি ২০২৪ সাল থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হওয়ার কথা রয়েছে।

২.৪ কর্মসূচির সদস্য

কর্মসূচির উদ্যোগে দু'টি পর্যায়ের প্রত্যেক পর্যায়ে ২.৫ লক্ষ খানার প্রায় ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করা হবে। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক গোষ্ঠী যেমন নবজাতক, কিশোর ও কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের মত যাদের বয়স-সুনির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে, তাদের চাহিদানুযায়ী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচিটি একটি জীবনচক্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। বৃহৎ অর্থে, কর্মসূচির সদস্যরা সমাজের নাজুক ও সুবিধাবঞ্চিত অংশের 'পিছিয়ে পড়া', 'পিছিয়ে থাকা' এবং 'পিছিয়ে রাখা' অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নির্বাচিত হচ্ছেন। বিভিন্ন প্রান্তিক, আন্তঃগোত্রীয় ও অতিনাজুক গোষ্ঠীগুলোর কর্মসূচির আওতাভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রসপারিটি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের নাজুক অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে:

ক) শ্রেণি: দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গ।

খ) পেশা: চা-শ্রমিক, ভিক্ষুক, যৌনকর্মী, কৃষি দিনমজুর।

গ) অঞ্চল: হাওর ও চরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠী।

ঘ) বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা: প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, পথশিশু।

ঙ) পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব: স্থানীয় মানুষ যারা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত।

চ) প্রধান উপার্জনকারী: নারী-প্রধান খানা।

২.৫ কর্মসূচির কর্মএলাকা নির্ধারণ

প্রসপারিটি কর্মসূচি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত ২০১০ ও ২০১৬ সালের 'খানার আয় ও ব্যয় জরিপ' প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচির কর্মএলাকা নির্বাচন করেছে। প্রথমে ১৫টি জেলার ৪৩টি উপজেলাকে নির্বাচন করে কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। অতঃপর খানা জরিপ ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৬৯টি ইউনিয়নকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী, সাইক্লোন আম্ফান ও ব্যাপক বন্যার মধ্যে সম্পন্ন হওয়া খানা জরিপে দেখা যায়, এই ইউনিয়নগুলোতে প্রাপ্ত অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কর্মসূচির লক্ষিত জনগোষ্ঠীর (১০ লক্ষ) প্রায় চার গুণ বেশি। এ প্রেক্ষাপটে, কর্মসূচি ১৮৮টি ইউনিয়নকে সেবা প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে।

এই ইউনিয়নগুলো (চিত্র-৩) তিনটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে দারিদ্র্য হ্রাসের হার খুব ধীরগতিতে এগিয়েছে কিংবা গত এক দশকে তা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে:

উত্তর-পশ্চিম: তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী জেলাসমূহ এবং নদীবিধৌত চরাঞ্চল এই অংশের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা এবং নীলফামারী -- এই চার জেলার ৩৪টি ইউনিয়নকে কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল: দেশের এই অঞ্চল নিয়মিত বিরতিতে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। এ অঞ্চলের মোট ছয়টি জেলা- বাগেরহাট, ভোলা, খুলনা, মাগুরা, পটুয়াখালী এবং সাতক্ষীরার ৭১টি ইউনিয়নকে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল: এই অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং বছরের প্রায় অর্ধেক সময় পানির নিচে ডুবে থাকায় এ অঞ্চলে জীবিকায়নের

প্রসপারিটি কর্মসূচি দেশের দারিদ্র্যকবলিত ১৫টি জেলার ৪৩টি উপজেলাভুক্ত ১৮৮টি ইউনিয়নে বিস্তৃত।

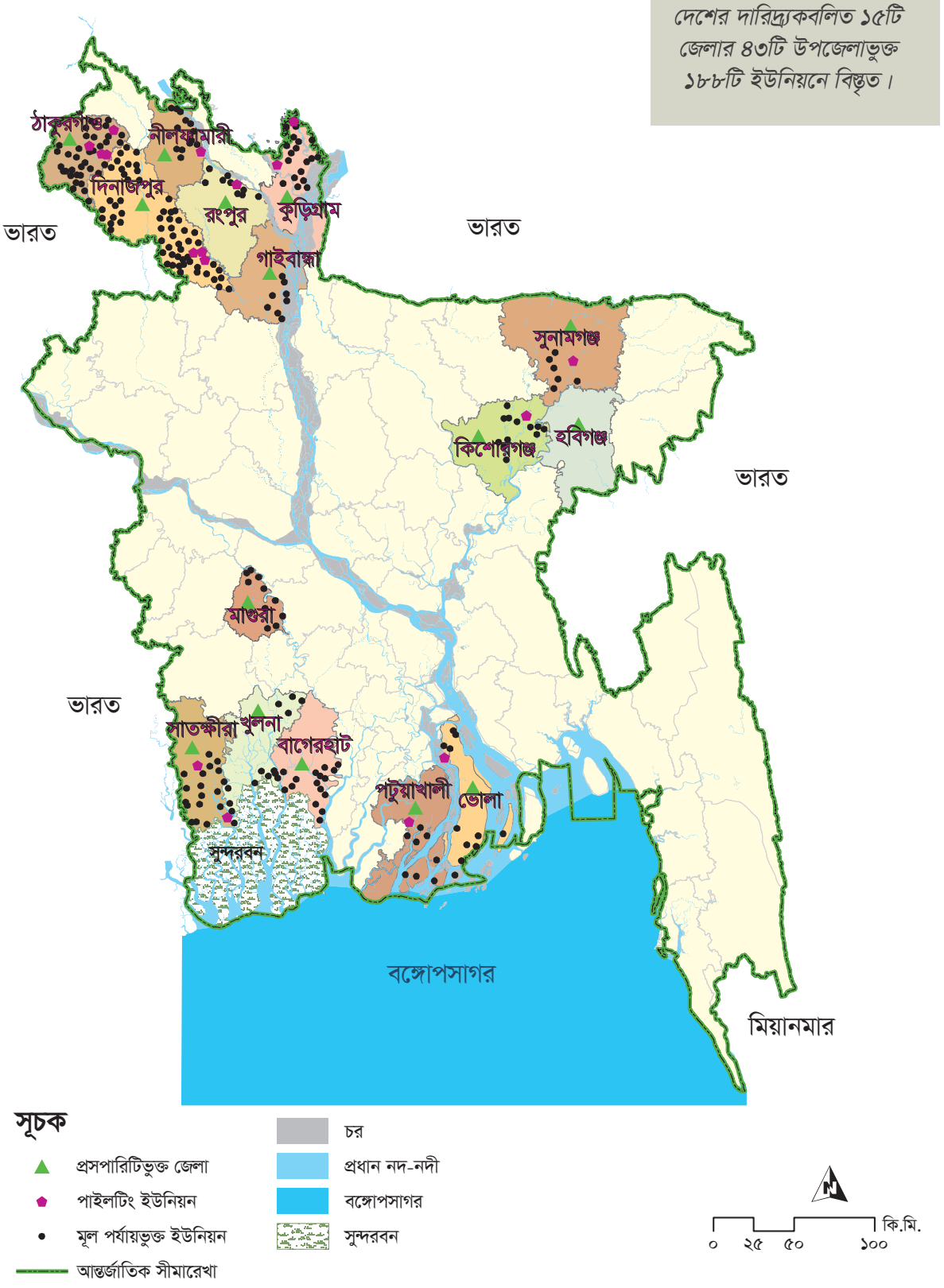

চিত্র ৩: প্রসপারিটির কর্মএলাকা

সুযোগ খুবই সীমিত। এ অঞ্চলের নাজুকতা এবং জলবায়ু অভিঘাতের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রসপারিটি কর্মসূচি কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলার মোট ২৭টি ইউনিয়নকে নির্বাচন করেছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: সরকারি তথ্য-উপাত্ত ও পিকেএসএফ-এর বিশ্লেষণে দেখা যায়, দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসা সবচেয়ে বঞ্চিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসব গোষ্ঠী যুথবদ্ধভাবে বসবাস করে। ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলার ১০টি উপজেলার ৫৬টি ইউনিয়নে কেবল দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনী কৌশলের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি থেকে সহায়তা পাবেন। তবে দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত খানাগুলোর বসতির আশেপাশে যেসব অতিদরিদ্র বাঙালি খানা রয়েছে তারাও এই কর্মসূচির সহায়তা পাবেন।

২.৬ কর্মসূচির কম্পোনেন্টসমূহ

প্রসপারিটি কর্মসূচির ছয়টি মূল কম্পোনেন্ট রয়েছে যার মধ্যে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্ট তিনটি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাকি তিনটি মূল কম্পোনেন্ট – বাজার উন্নয়ন, পলিসি এ্যাডভোকেসি (নীতি অধিপরামর্শ) এবং লাইফ-সাইকেল গ্রান্ট পাইলট (পরীক্ষামূলক জীবনচক্রভিত্তিক অনুদান) – এফসিডিও কর্তৃক নিয়োগকৃত একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নের কথা রয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচিটি তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যু – দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, প্রতিবন্ধিতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জীবিকায়ন: কর্মসূচির জীবিকায়ন কম্পোনেন্টটি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (মূলতঃ নারীদের) আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (আইজিএ)-এর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের আয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বিভিন্ন দুর্যোগ ও জীবিকায়নের সুযোগের ভিত্তিতে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচি থেকে যেসব সহায়তা দেয়া হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত আর্থিক সেবা, কৃষিজ ও অকৃষিজ কার্যক্রমের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

এই কম্পোনেন্টের সেবাগুলোকে অন্যান্য কম্পোনেন্ট ও ক্রস-কাটিং ইস্যুগুলো বিবেচনায় নিয়ে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুষ্টি-সংবেদনশীল, জলবায়ু সহনশীল এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা যায়। পাশাপাশি, কর্মসূচির আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, সদস্যদের আয়ের সক্ষমতা তৈরিতে এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সুনির্দিষ্ট ভেল্যু চেইন সেবা দিয়ে কিছু সম্ভাবনাময় জীবিকায়ন গড়ে তোলা এবং সেগুলোকে গোষ্ঠীবদ্ধ (ক্লাস্টার) সফল ব্যবসায় পরিণত করা।

পুষ্টি: পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় পুষ্টি-সংবেদনশীল এবং পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে আন্তঃপ্রজন্ম ধরে চলে আসা অপুষ্টি সমস্যা নিরসনে একটি জীবনচক্র-ভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। অতিদরিদ্র খানার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সেবা প্যাকেজ দুইভাবে নিশ্চিত করা হবে: ১) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি সেবাসমূহের (ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস - এনএনএস) উন্নত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, এবং ২) জাতীয় পুষ্টি সেবার সক্ষমতায় যেখানে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে সেখানে কর্মসূচির আওতায় সরাসরি সেবা প্রদানের মাধ্যমে। স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো থেকে সরকারি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিকেএসএফ-এর পিআইইউ তৃণমূল পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি পরিচালনা করছে। অন্যদিকে, পিএমইউ জাতীয় পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

পুষ্টি সেবাসমূহ প্রদানের জন্য প্রধান লক্ষিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কিশোরী এবং প্রজননক্ষম নারী। তবে এই কর্মসূচি প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের মত বিভিন্ন আন্তঃগোত্রীয় গোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণেও কাজ করছে।

কমিউনিটি মোবিলাইজেশন: কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রসপারিটি কর্মসূচি অতিদরিদ্র খানাসমূহের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অধিকার আদায়ে এডভোকেসি সহায়তা দিচ্ছে। এই কম্পোনেন্টটি অতিদরিদ্র খানাগুলোর টেকসই উন্নয়নের জন্য তৃণমূল এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ও অধিকতর ন্যায্যতার ভিত্তিতে সম্পদের বন্টন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। যেসব সামাজিক রীতিনীতি নারী, মেয়ে শিশু, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্যদের মৌলিক সেবাপ্রাপ্তি ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে সীমিত করার মাধ্যমে বঞ্চিত করার জন্য দায়ী, সেসব সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন আনতে এবং সামাজিক সমর্থন তৈরিতে কম্পোনেন্টটি অতিদরিদ্র খানা এবং বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে কাজ করছে। কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের কার্যক্রমের মধ্যে আরো রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অতিদরিদ্র খানাগুলোর সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

বাজার উন্নয়ন: এই কম্পোনেন্টটি অতিদরিদ্র মানুষের জন্য মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও নতুন উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এছাড়া, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং নতুন বাজারের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে অতিদরিদ্র মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, উৎপাদনের ক্ষমতা এবং ঝুঁকি গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করবে।

পলিসি এ্যাডভোকেসি (নীতি অধিপরামর্শ): এই কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদারিদ্র্যবান্ধব নীতি ও

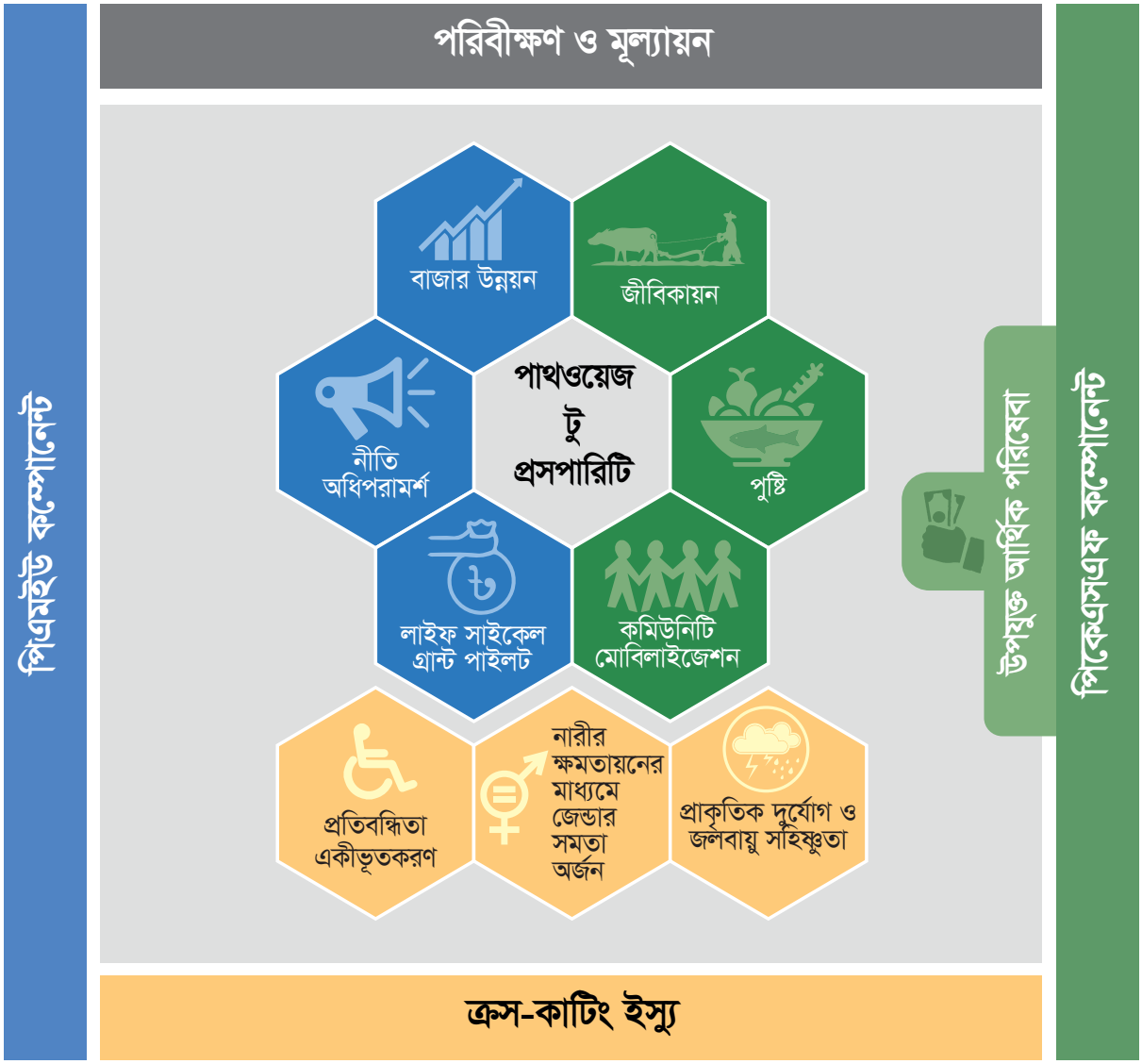

চিত্র ৪: প্রসপারিটি কর্মসূচির বহুমাত্রিক কম্পোনেন্টসমূহ

সরকারি সুবিধাদি নিয়ে অতিদারিদ্র্য নির্মূলে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কাজ করবে। অতিদরিদ্র মানুষের জন্য মৌলিক সেবার মান উন্নয়ন করতে স্থানীয় প্রশাসনকে প্রণোদনা প্রদান ও সহায়তা দেয়ার কাজটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

লাইফ-সাইকেল গ্রান্ট পাইলট: এই কম্পোনেন্টটি অতিদরিদ্র শ্রম-সীমাবদ্ধ খানা যেমন: প্রতিবন্ধী বা প্রবীণ সদস্যভুক্ত খানাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কম্পোনেন্টটি সবচেয়ে নাজুক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা সংস্কার প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নকে প্রভাবিত ও ত্বরান্বিত করতে কিছু সুনির্দিষ্ট এলাকায় সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের এক বা একাধিক সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর পাইলটিং করবে। এই কম্পোনেন্টটি যুক্তরাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ক্রস-কাটিং ইস্যু:

দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা: প্রসপারিটি কর্মসূচির তিনটি কর্মএলাকার সবগুলোই জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। সেখানকার বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়মিতভাবেই জলবায়ুজনিত দুর্যোগের হুমকি মোকাবেলা করে আসছে। প্রায়শই এ ধরনের দুর্যোগ অতিদরিদ্র মানুষের অর্জিত সম্পদকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্যসীমার আরো নিচে ঠেলে দেয়। দুর্যোগ থেকে সৃষ্ট এসব অভিঘাত নিরসনে প্রসপারিটি কর্মসূচি কর্মএলাকাজুড়ে জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নের জন্য কাজ করছে। তাছাড়া এই কর্মসূচি অসুস্থতার মত সাধারণ ঝুঁকি এবং পূর্ব-সতর্কতা ব্যবস্থার

মাধ্যমে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত পূর্বানুমানযোগ্য বিপর্যয় বা জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় খানাগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করছে।

প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিবার ও বৃহত্তর কমিউনিটিতে বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী একীভূতিকরণ বিষয়টিকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন তা অতিদরিদ্র প্রতিবন্ধীদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধীদের জন্য সক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকায়নের সুযোগ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে কর্মসূচিটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করছে।

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন: এই কর্মসূচির জেন্ডার সমতা অর্জনের একটি কৌশল হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী-নেতৃত্বাধীন জীবিকায়নকে উৎসাহিত করা। তবে নারী ও মেয়ে শিশুদের জীবনের পছন্দ-অপছন্দ ও তাদের নিজ সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর পরিবর্তনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই যথেষ্ট নয়। তাই এই কর্মসূচি নারী ও পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে গৃহস্থালী ও বৃহত্তর কমিউনিটির জেন্ডার সম্পর্কের ওপর জোর দিচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে নারী, পুরুষ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার ইতিবাচক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে বিভিন্ন আচরণ পরিবর্তনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.৭ অর্থায়ন

প্রসপারিটি কর্মসূচিতে এফসিডিও, ইইউ এবং পিকেএসএফ যৌথভাবে অর্থায়ন করছে। প্রথম পর্যায়ে, কর্মসূচিটিতে ১০৯.৬ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অনুদান প্রদান করা হবে, যার মধ্যে এফসিডিও ৮০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং এবং ইইউ ২৯.৬ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং প্রদান করবে। এই ১০৯.৬ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এর মধ্যে পিকেএসএফ-এর জন্য বরাদ্দ ৬৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৬৭৩ কোটি টাকা)।

পিকেএসএফ এই কর্মসূচিতে আংশিকভাবে অর্থায়ন করবে, যার মধ্যে রয়েছে প্রথম পর্যায়ে প্রসপারিটি সদস্যদের জন্য প্রায় ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এর নমনীয় ঋণ সহায়তা (দুই পর্যায় মিলে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এর ঋণ সহায়তা)। সেই সাথে ১৯টি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাও এই কর্মসূচিতে ভর্তুকি দিচ্ছে।

অর্থায়ন (পাউন্ড স্টার্লিং, মিলিয়ন) - ১ম পর্যায়

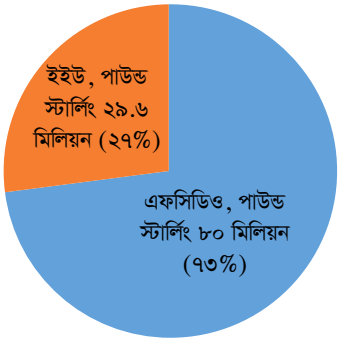

চিত্র ৫: প্রসপারিটি কর্মসূচির তহবিল

২.৮ পরিবর্তন তত্ত্ব

কর্মসূচিটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত জীবিকায়ন-ভিত্তিক 'গ্র্যাজুয়েশন' মডেলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মডেলটি বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অতিদারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। তথাপি বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি নতুন উদ্ভাবনী মডেল অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রসপারিটি কর্মসূচি 'গ্র্যাজুয়েশন' মডেলের সাথে আরো কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনের মাধ্যমে অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে আরো কার্যকর এবং মেয়াদ শেষে আরো টেকসইকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রসপারিটি কর্মসূচির পরিবর্তন তত্ত্বটি যে সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তা হচ্ছে- প্রচলিত 'গ্র্যাজুয়েশন' মডেল থেকে 'পাথওয়েজ আউট অফ পোভার্টি' মডেলে স্থানান্তর। এই সমন্বয়ের ফলে আরো টেকসই আয় ও মানব উন্নয়নমূলক অর্জন সম্ভব হবে, দুর্যোগে ঝুঁকি কমবে এবং খানাগুলোও অব্যাহতভাবে উন্নতির পথে ধাবিত হতে সক্ষম হবে। কর্মসূচির পরিবর্তন তত্ত্বকে চারটি পৃথক কিন্তু আন্তঃসম্পর্কযুক্ত সাধারণ 'পাথওয়ে' হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে (চিত্র-৬)।

পাথওয়ে ১: লক্ষিত খানাগুলো তাদের নিজেদের আয়-বর্ধনমূলক উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তাসহ উন্নত, টেকসই, জলবায়ু উপযোগী এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল জীবিকায়নের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সহায়তা পাবে। এর ফলে আয় বাড়বে ও ভোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে যা কিনা টেকসই দারিদ্র্য মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ।

পাথওয়ে ২: সামাজিক মূলধনের অভাবে স্থানীয় পণ্য ও শ্রম বাজারে অতিদরিদ্র মানুষ প্রায়শই পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায় না। স্থানীয় শ্রম বাজারে মজুরিভিত্তিক কাজ পাওয়া এবং উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি অতিদরিদ্র মানুষদের জন্য বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রসপারিটি কর্মসূচি সম্মিলিত

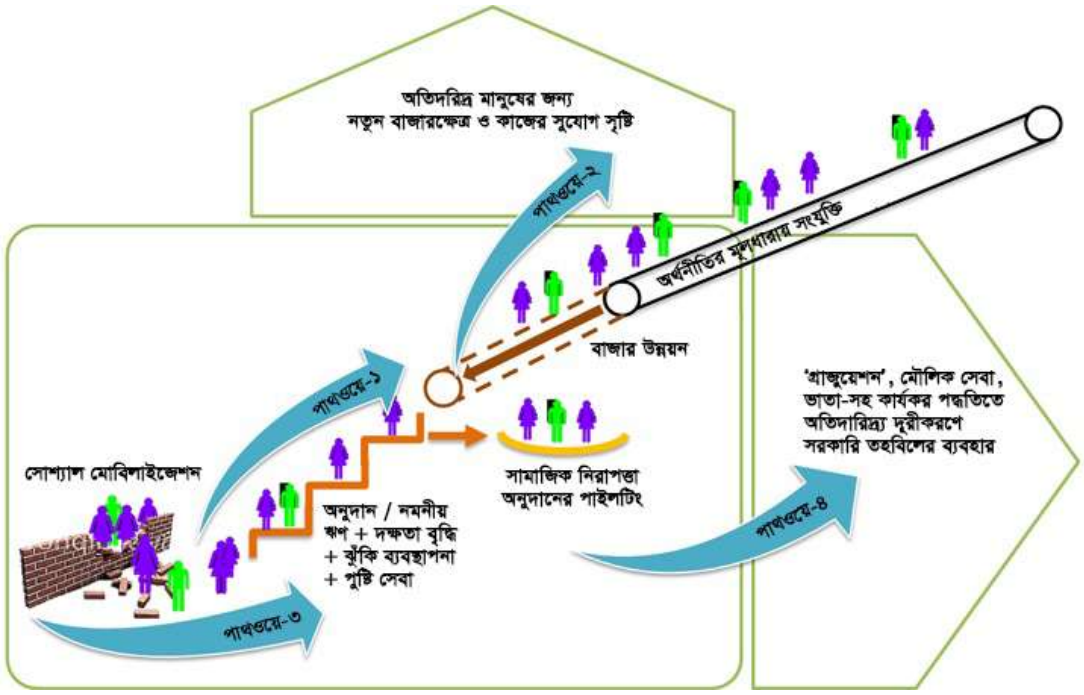

চিত্র ৬: প্রসপারিটি পরিবর্তন তত্ত্ব

সেবা প্রদানের মাধ্যমে এসব মানুষের কর্মসংস্থান, ভেল্যু চেইন ও বাজারজাতকরণ তথা জীবিকায়নের বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

পাথওয়ে ৩: অতিদরিদ্র মানুষ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দুর্বল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে যৌক্তিক অধিকার আদায়ে জোরালো দাবি তুলতে পারে না। ফলে কমিউনিটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রাপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত হয়। প্রসপারিটি কর্মসূচি এই সমস্যা সমাধানে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ও এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে অতিদরিদ্র মানুষের দাবিকে জোরালো করে। এতে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং মৌলিক সেবাসমূহের জন্য সরকার বাজেট বৃদ্ধি করবে।

পাথওয়ে ৪: অতিদরিদ্র খানাগুলোর মধ্যে কিছু শ্রম-সীমাবদ্ধ (লেবার-কন্সট্রেইন্ট) খানা রয়েছে। এসব খানা প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও শিশুশ্রমিক নির্ভর হওয়ায় অন্যদের মত আয়-বর্ধনমূলক কাজে যুক্ত হতে পারে না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, এসব খানার দারিদ্র্য থেকে মুক্তির অন্যতম সম্ভাব্য পথ হচ্ছে খানাগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসা। সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করতে প্রসপারিটি কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন ও সরকারি তহবিলে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি করতে অবদান রাখবে।

সম্মিলিতভাবে এই চারটি পন্থা লক্ষিত খানাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী আয় এবং টেকসই উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

৩. সূচনা পর্বের অগ্রগতি

প্রসপারিটি একটি বহুমাত্রিক কর্মসূচি যার লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচনে বৃহৎ পরিসরে কাজ করা। এ জন্য প্রয়োজন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন উদ্যোগ গ্রহণে নমনীয়তা, প্রমাণসাপেক্ষতা, জরুরি অবস্থা মোকাবেলার সক্ষমতা ও সরকারি সহযোগিতা।

এই লক্ষ্যে, প্রসপারিটির পূর্ণাঙ্গ পরিসরের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পিআইইউ ১৭টি ইউনিয়নে পাইলটিং-সহ এক বছর মেয়াদী (এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০) ইনসেপশন বা সূচনা পর্ব বাস্তবায়ন করে। এই সময়ের মধ্যে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাগুলো কর্মসূচির কার্যপ্রণালী তৈরি, বিভিন্ন গাইডলাইন ও ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে। এসবই পরবর্তীতে মূল বাস্তবায়ন পর্বে ব্যবহারের জন্য যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

ছবি: প্রসপারিটি আর্কাইভ

ঠাকুরগাঁও-এ প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে পিআইইউভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

৩.১ পিকেএসএফ পর্যায়ে সেবাপ্রদানকারী টিম গঠন

সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর নিজস্ব কেন্দ্রীয় নীতি এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি রয়েছে। প্রসপারিটি কর্মসূচির বহুমাত্রিকতা বিবেচনায়, পিকেএসএফ অতিদারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট বা প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন ইউনিট (পিআইইউ) গঠন করে। প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিবেদিত ৩৩ জন সদস্যের পিআইইউ-তে পিকেএসএফ-এর ১৪ জন মূলস্রোতভুক্ত কর্মকর্তাকে যুক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচির কারিগরি চাহিদা পূরণে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন বহিঃবিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে বাকি ১৯ জন কর্মকর্তাকে পিকেএসএফ নিয়োগ প্রদান করে। এসব কর্মকর্তাবৃন্দ জলবায়ু সহনশীলতা তৈরি, জীবিকায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ভেল্যু চেইন উন্নয়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ, গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, তথ্য প্রযুক্তি, কমিউনিকেশন্স ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট, অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।

পিআইইউ-এর নেতৃত্বে আছেন পিকেএসএফ-এর একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক। কর্মসূচির উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে সার্বিক সহায়তা দিচ্ছেন পিকেএসএফ-এর একজন মহাব্যবস্থাপক। পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর আরেকজন মহাব্যবস্থাপক জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পিআইইউ-কে জলবায়ু পরিবর্তন ও সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন।

একইসাথে কর্মসূচির কার্যক্রমকে সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য পিআইইউ পিকেএসএফ-এর নিজস্ব বিভাগগুলোর সহযোগিতা গ্রহণ করছে। বিভাগগুলোর মধ্যে পিকেএসএফ-এর অর্থ ও হিসাব, নিরীক্ষণ, প্রশাসন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি এবং অন্যান্য কারিগরি বিভাগ, যেমন: কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, গবেষণা ইউনিট, যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট এবং সোশাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট উল্লেখযোগ্য।

৩.২ সহযোগী সংস্থা

পিকেএসএফ-এর ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে যেসব সংস্থার এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অতিদারিদ্র্য মোকাবেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং দুর্গম এলাকার অতিদরিদ্র খানাগুলোতে কর্মসূচির সেবা পৌঁছে দেয়ার মত দাপ্তরিক উপস্থিতি রয়েছে এমন ১৯টি সহযোগী সংস্থাকে প্রসপারিটি কর্মসূচির মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন অংশীদার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। কিছু সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে এসব সংস্থা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এসব মানদণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অতিদরিদ্র মানুষের (প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত সম্প্রদায়) সাথে দীর্ঘমেয়াদে কাজের অভিজ্ঞতা এবং এসব মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, কর্মএলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম বিদ্যমান থাকা, জলবায়ু সহনশীলতা তৈরিতে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা, আর্থিক শক্তি ও সক্ষমতা, কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত সক্ষমতা, সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সূচক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সূচক এবং স্থানীয় প্রশাসন ও বৃহত্তর কমিউনিটির কাছে গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি।

ছবি: তারেক সালাহউদ্দিন

সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) কর্তৃক স্থাপিত একটি প্রসপারিটি ইউনিট।

৩.৩ প্রসপারিটি সেল

অতিদরিদ্র খানা ও বৃহত্তর কমিউনিটির দোরগোড়ায় কার্যকরভাবে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৯টি সহযোগী সংস্থা প্রসপারিটি কর্মসূচির জন্য নিজ নিজ কর্মএলাকায় স্বতন্ত্র সেল গঠন করেছে। ১৮৮টি ইউনিয়নজুড়ে মাঠ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগী সংস্থার মূলস্রোতভুক্ত কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের জন্য নিয়োগকৃত কারিগরি কর্মকর্তার সমন্বয়ে এই সেল গঠন করা হয়েছে। ৭৭৯ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত এই শক্তিশালী সেলে রয়েছে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের জন্য ২২ জন প্রকল্প সমন্বয়কারী, ৬৭ জন কারিগরি কর্মকর্তা ও ৩৩৩ জন সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা, ৩৩৬ জন কমিউনিটি নিউট্রিশন এন্ড হেলথ প্রমোটার (সিএনএইচপি) এবং ২১ জন এমআইএস অফিসার। প্রত্যেকটি সেলেরই নেতৃত্বে রয়েছেন একজন করে প্রকল্প সমন্বয়কারী যিনি লক্ষিত খানাগুলোর জন্য মানসম্মত সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিজ সংস্থা ও পিআইইউ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন।

৩.৪ সেবা প্রদান কাঠামো

অতিদরিদ্র খানাগুলোর চাহিদা অনুযায়ী সেবা দেয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি সেবাগুলোর সমন্বয়ে একটি সেবা প্রদান কাঠামো খুবই জরুরি। এই সেবা প্রদান কাঠামো নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ পাইলটিং এলাকাগুলোতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে 'প্রোগ্রাম ইউনিট' (শাখা) স্থাপন করার মাধ্যমে কর্মসূচির একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে পুরো কর্মএলাকাজুড়ে এমন প্রোগ্রাম ইউনিট স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রত্যেকটি ইউনিটের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন করে ইউনিট ব্যবস্থাপক, যার সহায়তায় রয়েছেন একজন হিসাবরক্ষক ও কয়েকজন মাঠ কর্মকর্তা। ইউনিট ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ ইউনিয়নে কাজ করার জন্য জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টগুলোর সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা, সিএনএইচপি ও এমআইএস কর্মকর্তাবৃন্দ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। সংস্থার প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে একজন প্রকল্প সমন্বয়কারী জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টগুলোর তিনজন কারিগরি কর্মকর্তাসহ মাঠ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করেন। তৃণমূল স্তরে প্রোগ্রাম ইউনিট চাহিদা নিরূপণ করে এবং পিআইইউ এর নির্দেশনা অনুযায়ী খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে সেবা প্রদান করে। পিআইইউ ও মাঠপর্যায়ের সহযোগী সংস্থাসমূহ বৃহত্তর সাফল্যের লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে।

৩.৫ দক্ষতা উন্নয়ন

ইনসেপশন পর্যায় চলাকালে, পিআইইউ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য পিইপিআইটি, খানা জরিপ, ওপেন ডেটা কিট (ওডিকে) ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ সফটওয়্যার ও অন্যান্য অনেক টুলসহ অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার ওপর ধারাবাহিক সেশন আয়োজন করা হয়।

ছবি: রাকিব মাহমুদ

সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে পিকেএসএফ-এ আয়োজিত একটি প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ।

ছবি: আরাফাত রায়হান

প্রসপারিটি কর্মসূচি থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে মাছ ধরার 'চই' তৈরির পরিসর বাড়িয়েছেন হাওরাঞ্চলে বসবাসরত এই দম্পতি। জলবায়ুজনিত ঝুঁকির পাশাপাশি জীবিকার সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে হাওর অঞ্চলকে প্রসপারিটির অন্যতম কর্মএলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে পিআইইউ কর্মকর্তাদের জন্য বেশ কিছু বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে, সহযোগী সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ (ট্রেইনিং অফ ট্রেইনারস- টিওটি) প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়, যেন তারা নিজেরাই মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন। এই প্রশিক্ষণে কর্মসূচির ওপর সার্বিক ধারণা দেয়া (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল ইত্যাদি) এবং নির্বাচিত খানাগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য কর্মসূচির বিস্তৃত সেবা বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। সেই সাথে পিআইইউ সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে নিয়োগকৃত কারিগরি কর্মকর্তাদের জন্য অনেকগুলো প্রদর্শনীমূলক পরিদর্শনেরও আয়োজন করে।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, কর্মসূচির কম্পোনেন্টগুলোর ওপর উপস্থাপনা, উন্মুক্ত আলোচনা ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে নতুন নিয়োগকৃত প্রকল্প কর্মকর্তাদের দক্ষতা, কারিগরি জ্ঞান ও কার্যক্রম আত্মীকরণে সাহায্য করা।

৩.৬ পাইলটিং

মাঠ পর্যায়ে প্রসপারিটির অপারেশনাল মডালিটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৭টি ইউনিয়নে পাইলটিং ভিত্তিতে কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়, যা ইনসেপশন পর্বের অন্যতম প্রধান অর্জন। পাইলটিং পর্যায়ে পিকেএসএফ অংশগ্রহণমূলক অতিদরিদ্র চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি (পিইপিআইটি[১]) শীর্ষক অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করে এবং খানা পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য ওডিকে-ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে খানা জরিপের মাধ্যমে ৩১,৯৮১টি অতিদরিদ্র খানা (১,৬১,১৮৯ জন মানুষ) চিহ্নিত করে (সারণী-২)। এই

১. প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণের একটি অনন্য নির্বাচন পদ্ধতি হচ্ছে পিইপিআইটি। কর্মসূচির আওতায় পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় পিআইইউ সোশ্যাল ম্যাপিং এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) নামে পরিচিত দু'টি জনপ্রিয় ও সুপরিচিত খানা নির্বাচন পদ্ধতির সমন্বয়ে নতুন এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণে কর্মসূচিভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ১০ থেকে ১২ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণকারী নিয়ে একটি এফজিডি বৈঠকের আয়োজন করেন। এই আলোচনা অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত করার লক্ষ্যে কর্মসূচিভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ মাটিতে বা বড় কাগজে ঐ এলাকার মানচিত্র অঙ্কন করেন এবং ঐ মানচিত্রে স্থানীয় সুপরিচিত অবকাঠামো বা স্থাপনা বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (যেমন: স্কুল, মসজিদ, পুকুর প্রভৃতি) চিহ্নিত করেন। এরপর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের ঐ এলাকার মানচিত্র থেকে স্থানীয় অতিদরিদ্র খানাগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য অনুরোধ করেন। এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের দু'টি বিশেষ সুবিধা রয়েছে: ক) এতে আলোচনা খুব প্রানবন্ত হয়ে ওঠে এবং খ) কর্মসূচিভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ খুব সহজেই অতিদরিদ্র খানাগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেন। ১৭টি ইউনিয়নে কর্মসূচির পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় পিকেএসএফ এই নির্বাচন পদ্ধতি মাঠপর্যায়ে যাচাই করে এবং সদস্য বাছাইয়ে এই পদ্ধতি কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য, অন্য কোনো কর্মসূচিতিতে বৃহত্তর পরিসরে এই নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগ করার আগে এর কার্যকারিতা নিয়ে আরো পর্যালোচনার আবশ্যকীয়তা রয়েছে।

মূল মানদণ্ড

১. *পেশা:* খানার প্রধান উপার্জনকারীর মূল পেশা মজুরিভিত্তিক (শ্রমনির্ভর)

২. *জমির পরিমাণ:* সর্বোচ্চ ১০ শতক, যদিও অঞ্চলভেদে কিছুটা তারতম্য আছে

৩. *উপার্জন:* খানায় মাথাপিছু মাসিক আয় সর্বোচ্চ ২,০৪৫ টাকা (অঞ্চলভেদে কিছুটা তারতম্য হতে পারে)

৪.*বসতবাড়ির ধরন:* প্রধানত খড়ের তৈরি বা টিনের চালা ও মাটির মেঝে

৫. *উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা:* একক উপার্জনকারী ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল বা খানায় কোনো উপার্জনকারী ব্যক্তি না থাকা

পরিপূরক মানদণ্ড

১. নারী-প্রধান খানা

২. শিশুশ্রমের ওপর নির্ভরশীল খানা

৩. অভাবের কারণে কোনো একবেলা না খেয়ে থাকা খানা

৪. খানায় প্রতিবন্ধী সদস্য থাকা

৫. খানাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা দলিতভুক্ত বা খানায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ থাকা

৬. অন্যান্য আন্তঃগোত্রীয় গোষ্ঠী যেমন পেশাগতভাবে প্রান্তিক মানুষ (ভিক্ষুক, যৌনকর্মী), প্রবীণ, পথশিশু

কর্মএলাকায় কোনো খানা প্রসপারিটি কর্মসূচির সদস্য হতে পারে না, যদি:

ক. সমজাতীয় প্রকল্প বা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়; এবং

খ. ৩০,০০০ টাকার অধিক ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা হয়

ছবি: আরাফাত রায়হান

হাওর অঞ্চলে অন্যান্য জীবিকার পাশাপাশি মাছ ধরার চই তৈরিতে অতিদরিদ্র সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে প্রসপারিটি কর্মসূচি। সে রকম কিছু চই নিয়ে খেলায় মেতেছে স্থানীয় শিশুরা।

পাইলটিং কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

ছবি: রাকিব মাহমুদ

পিকেএসএফ ভবনে গত ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় পাইলটিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ (ডান থেকে তৃতীয়)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন এফসিডিও-এর ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মিজ জুডিথ হার্বার্টসন (ডান থেকে দ্বিতীয়) ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর হেড অব কোঅপারেশন মিঃ মরিজিও চ্যান (ডান থেকে পঞ্চম)।

ছবি: প্রসপারিটি আর্কাইভ

অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পিইপিআইটি পদ্ধতিতে একটি সেশন পরিচালিত হচ্ছে।

ছবি: ফয়জুল তারেক

এফজিডি ও সোশ্যাল ম্যাপিং-এর সমন্বয়ে গৃহীত পিইপিআইটি সেশনের মাধ্যমে কর্মএলাকায় নাজুক অতিদরিদ্র খানাগুলোকে প্রসপারিটি কর্মসূচির সদস্য হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

ছবি: মো: জিয়াউদ্দিন মানিক

প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত অতিদরিদ্র খানার বিস্তারিত আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ছবি: ফয়জুল তারেক

দক্ষতা উন্নয়ন যেমন সেলাই প্রশিক্ষণ অতিদরিদ্র খানার পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়নের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ছবি: কোডেক

তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি সোহাগ, *ডানে*, প্রসপারিটি যুব ফোরামের একজন সদস্য। কমিউনিটি মোবিলাইজেশন টিমের সহযোগিতায় পটুয়াখালীর এই ২৬ বছর বয়সী তরুণ এখন নিজের নাম লিখতে পারেন।

ছবি: প্রসপারিটি আর্কাইভ

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের কেন্দ্রে রয়েছে কিশোরী ক্লাব। বাল্যবিবাহ, যৌতুকের মতো সামাজিক ইস্যু এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি এসব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এসব কার্যাবলীর পাশাপাশি ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন বিনোদনমূলক খেলাতেও অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ছবি: আরাফাত রায়হান

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্যে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ খুবই সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরায় কর্মসূচির আওতায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ পেশায় জড়িত এক দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে।

সম্যক অভিজ্ঞতা পিকেএসএফ-কে পুরো কর্মএলাকাজুড়ে পূর্ণাঙ্গরূপে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিগুলো সংশোধন করতে সাহায্য করেছে।

৩.৭ অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন

প্রসপারিটি কর্মসূচি সমাজের সবচেয়ে নাজুক জনগোষ্ঠীদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনের জন্য তিন স্তরব্যাপী নির্বাচনী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। প্রথমত, খানাগুলোকে নিচের উল্লিখিত প্রধান অন্তর্ভুক্তিকরণ মানদণ্ডগুলো পূরণ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, খানাগুলোর দারিদ্র্যের অবস্থা নির্ধারণের জন্য কিছু সম্পূরক অন্তর্ভুক্তিকরণ মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করা হয়। সবশেষে, খানাগুলোকে কর্মসূচির নির্ধারিত দু'টি এক্সক্লুশন মানদণ্ডের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। কর্মসূচির জন্য খানা নির্বাচনের সূচকগুলোর তালিকা পৃষ্ঠা-৩২-এ বর্ণনা করা হয়েছে। সংযুক্তি-২-এ খানা চিহ্নিতকরণের ১০টি ধাপের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৮ খানা নির্বাচনের যথার্থতা

কস্ট অব বেসিক নিডস (সিবিএন) ভিত্তিক দারিদ্র্য গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে (এঙ্গেল পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য গণনা) প্রায় ৯৩.৪৪% অতিদরিদ্র খানা (চিত্র-৭) পাওয়া গেছে এবং প্রাপ্ত ফলাফলকে বিকল্প পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে যা থেকে এই খানা নির্বাচনের যথার্থতা নিশ্চিত হওয়া গেছে। পাইলটিং-এর তথ্য-

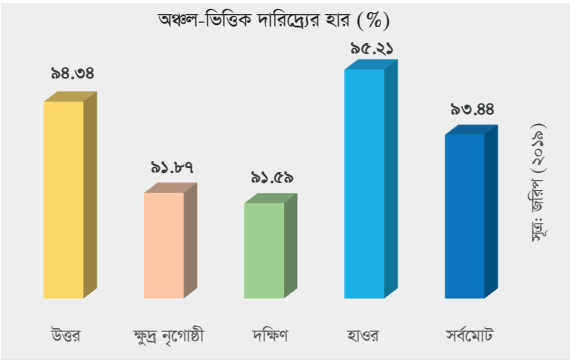

চিত্র ৭: প্রসপারিটি কর্মসূচির কর্মএলাকায় দারিদ্র্যের চিত্র

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, উভয় পদ্ধতিতেই ৮২.৬% খানা অতিদরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ক) জমির পরিমাণ (উত্তরাঞ্চলে ও হাওর অঞ্চলে ১০ শতাংশ এবং দক্ষিণাঞ্চলে ২০ শতাংশের কম), খ) ঘরের কাঠামো (ছাদ বা দেয়ালে ইটের ব্যবহার হয়নি), গ) খানায় উপার্জনকারীর সংখ্যা (একজন), এবং ঘ) খানার মাথাপিছু মাসিক ব্যয় একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে থাকা - এই চারটি বাধ্যতামূলক মানদণ্ডের ভিত্তিতে ৯৯.৯৭% খানাকেই নির্বাচনযোগ্য খানা হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

প্রায় ৫৮.৬% খানা চারটি মানদণ্ডই পূরণ করেছে এবং ১৯.২% খানা ব্যয়ের হার, জমির পরিমাণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘরের অবস্থার মানদণ্ডগুলো পূরণ করেছে। ব্যয়ের মাত্রা অন্যান্য সূচকগুলোর সাথে একত্রে ৮৮.৭% খানাকে সঠিকভাবে নির্বাচিত খানা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৩.৯ পাইলটিং ইউনিয়নে খানা জরিপের ফলাফল

সতেরটি পাইলটিং ইউনিয়নে অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনের লক্ষ্যে ওডিকে পদ্ধতিতে খানার তথ্য সংগ্রহের জন্য কর্মসূচির পক্ষ থেকে এক সেট পূর্ব-পরীক্ষিত প্রশ্নপত্র (২৫২টি প্রশ্ন সম্বলিত) ব্যবহার করা হয়। পাইলটিং এলাকার মোট খানার সংখ্যা প্রায় ৮,১৯৭২টি, যার মধ্যে পিইপিআইটি ও জরিপের মাধ্যমে ৩৪,৮২০টি খানাকে প্রাথমিকভাবে অতিদরিদ্র খানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্থানীয় কমিউনিটির মানুষ ৩৪,৮২০টি খানার মধ্যে তথ্য সত্যায়নের মাধ্যমে ৩১,৯৮১টি খানাকে অতিদরিদ্র খানা হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রসপারিটির জরিপ ও খানার আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬ এর মাথাপিছু ব্যয়ের তুলনা করলে দেখা যায়, জরিপকৃত খানাগুলো জাতীয়ভাবে প্রাপ্ত অতিদরিদ্র মানুষের অন্তত ৩৫% এর প্রতিনিধিত্ব করে। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে, কর্মসূচিটি সবচেয়ে নাজুক অতিদরিদ্র খানাগুলোকেই চিহ্নিত করছে। নিচের সারণি ১, সারণি ২ এবং সারণি ৩-এ খানা জরিপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১: পাইলটিংভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে খানা জরিপের সারসংক্ষেপ

কর্মএলাকা	ইউনিয়ন সংখ্যা	মোট খানা	অতিদরিদ্র খানা	অতিদরিদ্র খানার হার (%)	মোট অতিদরিদ্র মানুষ	অতিদরিদ্র খানার গড় সদস্য
উত্তর-পশ্চিম	৪	৩৪,০১৫	১৫,৪৬৯	৪৫	৭২,৪১০	৪.৬৮
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী*	৭	৩,২৩১	২,২৫৪	৭০	১০,৮২৭	৪.৮০
দক্ষিণ-পশ্চিম	৪	৩২,৪৯৫	৯,৮০৪	৩০	৫১,৪১৯	৫.২৪
হাওর	২	১২,২৩১	৪,৪৫৪	৩৬	২৬,৫৩৩	৫.৯৬
সর্বমোট	**১৭**	**৮১,৯৭২**	**৩১,৯৮১**	**৩৯**	**১৬১,১৮৯**	**৫.০৪**

*শুধুমাত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খানাগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে

সারণি ২: চারটি কর্মঅঞ্চলে ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নে অতিদরিদ্র খানার অনুপাত

কর্মএলাকা	মোট খানার সংখ্যা	প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত অতিদরিদ্র খানার সংখ্যা	বাছাইকৃত অতিদরিদ্র খানা	বাছাইকৃত অতিদরিদ্র খানার অনুপাত (%)
উত্তর-পশ্চিম (চরাঞ্চল)	৩৪,০১৫	১৬,৮৪৯	১৫,৪৬৯	৪৫%
দক্ষিণ-পশ্চিম (উপকূল)	৩২,৪৯৫	১০,৩৯৪	৯,৮০৪	৩০%
উত্তর-পূর্ব (হাওর)	১২,২৩১	৫,০৭৫	৪,৪৫৪	৩৬%
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা*	৩,২৩১	২,৫০২	২,২৫৪	৭০%
সর্বমোট	**৮১,৯৭২**	**৩৪,৮২০**	**৩১,৯৮১**	**৩৯%**

* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা বলতে শুধুমাত্র দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার কিছু দারিদ্র্যকবলিত এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের যে তথ্য-উপাত্ত এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তা শুধুমাত্র দুই জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, দুই জেলার সকল জনগণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

সারণি ৩: ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নের অতিদরিদ্র খানাসমূহের মাসিক মাথাপিছু আয়

আয়ের পরিধি (টাকা)	উত্তর-পশ্চিম (চরাঞ্চল)	দক্ষিণ-পশ্চিম (উপকূল)	উত্তর-পূর্ব (হাওর)	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা*	সর্বমোট
৭৫০-এর নিচে	৩৪%	১৬%	২৬%	২২%	২৬%
৭৫০ থেকে ১০০০	২৪%	২১%	৩৩%	২৯%	২৫%
১০০১ থেকে ১২০০	৯%	১৪%	১১%	৯%	১১%
১২০১ থেকে ১৫০০	১৪%	১৮%	১৭%	১৮%	১৬%
১৫০১ থেকে ১৮০০	৬%	১১%	৫%	৬%	৭%
১৮০১ থেকে ২০০০	৪%	৫%	৩%	৫%	৪%
২০০০+	৯%	১৫%	৫%	১১%	১১%
গড় আয়	**১,১৩৮.৫২**	**১,৪৩৬.২৭**	**১,১৭২.০৪**	**১,২৯৯.১০**	**১,২৪৫.৭৯**

* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা বলতে শুধুমাত্র দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার কিছু দারিদ্র্যকবলিত এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের যে তথ্য-উপাত্ত এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তা শুধুমাত্র দুই জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, দুই জেলার সকল জনগণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত বাকি অতিদরিদ্র খানাগুলোর যাচাই-বাছাইকরণ প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. কর্মসূচির চারটি অঞ্চলের কোন অঞ্চলে অতিদরিদ্রের হার কত তা সারণি-২ এ তুলে ধরা হয়েছে। পাইলটিং-এর জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, অতিদারিদ্র্যের চিত্র অঞ্চলভেদে একেক জায়গায় একেক রকম যদিও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা এই তালিকায় সবচেয়ে ওপরে (৭০% অতিদরিদ্র)। এই চার অঞ্চলের সামগ্রিক দারিদ্র্যের হারের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে কম, ৩৯%।

২. খানাগুলোর গড় মাথাপিছু মাসিক আয় ১,২৪৫ টাকা যা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে কম (১,১৩৮ টাকা) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটু বেশি (১,৪৩৬ টাকা) (সারণি-৩)। মাথাপিছু মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম এবং হাওর অঞ্চলে যেখানে যথাক্রমে ৫৮% ও ৫৯% খানার আয় ১,০০০ টাকা বা তার নিচে। এর মধ্যে ৯৫% খানাতেই উৎপাদনশীল সম্পদের মূল্য ২০,০০০ টাকার নিচে (সারণি-৪)।

সারণি ৪: ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নে অতিদরিদ্র খানার আয়-বর্ধনমূলক সম্পদের* পরিমাণ

সম্পদের মূল্যের পরিধি (টাকা)	উত্তর-পশ্চিম (চরাঞ্চল)	দক্ষিণ-পশ্চিম (উপকূল)	উত্তর-পূর্ব (হাওর)	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা**	সর্বমোট
সম্পদ নেই	৪৭%	৫৩%	৬৮%	১৮%	৫০%
২,০০০-এর কম	৩২%	১৭%	১৯%	৫৮%	২৭%
২,০০০ থেকে ৫,০০০	১১%	১০%	৫%	১৫%	১০%
৫,০০১ থেকে ১০,০০০	৩%	৫%	৩%	৪%	৪%
১০,০০১ থেকে ২০,০০০	৩%	৬%	৩%	২%	৪%
২০,০০১ থেকে ৫০,০০০	৩%	৫%	১%	২%	৩%
৫০,০০০-এর বেশি	১%	৪%	১%	১%	২%
গড়	**৩,৮১৬.১৩**	**৬,৮৩৬.২০**	**২,৫১৬.৭১**	**৪,৪৪৯.৯৪**	**৪,৬০৫.৬৫**

* আয়-বর্ধনমূলক সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পদ হচ্ছে রিকশা, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেল, নৌকা, অটো-রিকশা, ছোট ব্যবসা, কাঁচামাল ও হস্তশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র, পুকুরের মাছ ইত্যাদি।

** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা বলতে শুধুমাত্র দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার কিছু দারিদ্র্যকবলিত এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের যে তথ্য-উপাত্ত এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তা শুধুমাত্র দুই জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, দুই জেলার সকল জনগণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

পাইলটিং-এর প্রাপ্ত তথ্যের প্রাথমিক বিশ্লেষণে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

১. চিত্র-৮ এ দেখা যায় প্রায় ৫% অতিদরিদ্র খানায় অন্তত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (৩.৭%) তুলনায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (৬.৪%) এই হার বেশি।

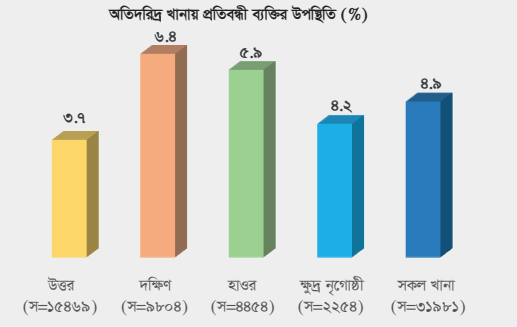

চিত্র ৮: পাইলটিং ইউনিয়নে প্রতিবন্ধিতার চিত্র

২. চিত্র-৯ কর্মসূচির পাইলটিং এলাকাগুলোতে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব উপস্থাপন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের ধারণা অনুযায়ী, গত এক বছরে ৩৮% খানাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এই হার অনেক বেশি (৭১.৯%) যদিও হাওর অঞ্চলে তা অনেক কম (১৩.৯%)।

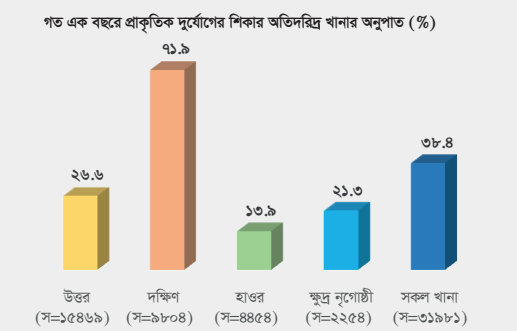

চিত্র ৯: প্রসপারিটির কর্মএলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ

৩. সবমিলে, ৩৮% অতিদরিদ্র খানা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত (চিত্র-১০)। যারা সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পান তাদের অনুপাত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (৫৭.৯%) সবচেয়ে বেশি এবং হাওর অঞ্চলে সবচেয়ে কম (১৪.৯%)।

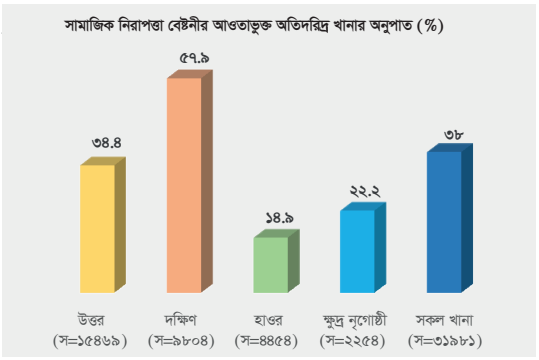

চিত্র ১০: প্রসপারিটি কর্মএলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কভারেজ

৪. চিত্র-১১ তে এক নজরে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র দেখানো হয়েছে। পাইলটিং এলাকায় ১৪% খানাই নারী-প্রধান। এর মধ্যে মাত্র ৬% খানায় নারীদের নিজের নামে জমি রয়েছে, যদিও ২৯% খানাই তাদের পরিবার চালানোর জন্য নারীদের আয় ব্যবহার করে। ২৭% খানায় নারীরা স্বাধীনভাবে টাকা খরচ করতে পারে। মাত্র ৬% খানায় নারীরা তাদের নামে নেয়া ঋণের টাকা ব্যবহার করতে পারে।

ছবি: ফয়জুল তারেক

চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী অতিদরিদ্র খানায় নারীর অবস্থানের তুলনামূলক পরিস্থিতি

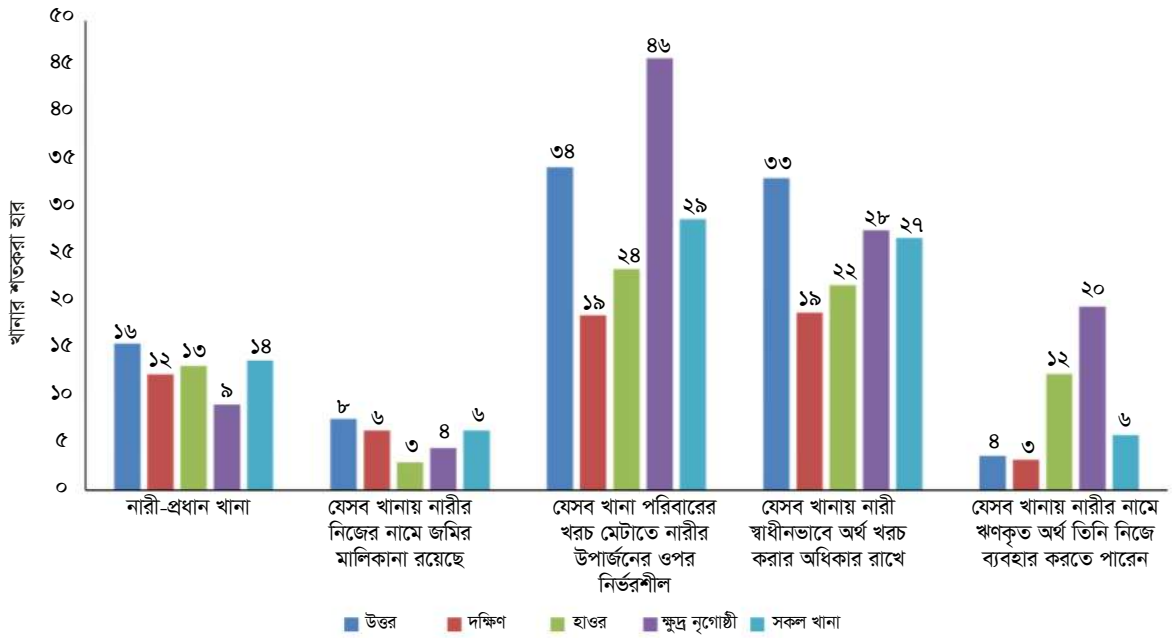

চিত্র ১১: প্রসপারিটি কর্মএলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন পরিস্থিতি

৩.১০ উন্নয়ন অংশীদারদের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

২০২০ সালের ৪-৭ ফেব্রুয়ারি ডিএফআইডি (বর্তমানে এফসিডিও) ও ইইউ-এর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তিনদিনের জন্য সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা পরিদর্শন করেন। তারা প্রসপারিটি কর্মএলাকাভুক্ত গাবুরা ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন এবং অতিদরিদ্র খানাগুলো চরম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। পরিদর্শনকালে, প্রতিনিধি দলটি চলমান অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াও প্রত্যক্ষ করেন। তারা প্রসপারিটির সদস্যদের জন্য সম্ভাবনাময় বিবেচনায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কিছু চলমান জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডও পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক জনাব এস এম মোস্তফা কামাল

ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি (বর্তমান এফসিডিও) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরস্থ কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন। অতিদরিদ্র খানাসমূহে কর্মসূচির আওতায় প্রদানকৃত সেবাসমূহের পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে এই প্রতিনিধিদল সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

ছবি: আরাফাত রায়হান

এবং শ্যামনগরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আ ন ম আবুজর গিফারির সাথে তাদের কার্যালয়ে পৃথক দু'টি সভায় মিলিত হন এবং পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি সম্প্রসারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাসহ বিভিন্ন জনসেবাগুলো কিভাবে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

৩.১১ বার্ষিক পর্যালোচনা

ইনসেপশন পর্ব চলাকালে, ২০১৯ সালের ১৫-২১ জুলাই এফসিডিও প্রসপারিটির প্রথম বার্ষিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করে। এতে কর্মসূচির পিকেএসএফ অংশ (জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্ট) 'এ' স্কোর অর্জন করে যার অর্থ হচ্ছে ২০১৮-২০১৯ সালের জন্য কার্যক্রমগুলোর 'আউটপুট প্রত্যাশা পূরণ করেছে'। এই পর্যালোচনায় ইনসেপশন পর্বের মাত্র চার মাসের কার্যক্রমকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যা ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পিকেএসএফ ও ডিএফআইডি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর, অর্থাৎ ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়। এই পর্যালোচনা চলাকালে পিকেএসএফ ইনসেপশন পর্বের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কাঠামোগুলো তৈরিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৩.১২ নিরীক্ষণ

পিকেএসএফ নিজস্ব সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষককে দিয়ে মার্চ-জুন ২০১৯ মেয়াদে কর্মসূচির বহিঃনিরিক্ষা সম্পন্ন করেছে। পিকেএসএফ-এর অর্থবছর শেষে, চলতি বছরের জন্য আরও একটি বহিঃনিরীক্ষা শুরু হবে। অভ্যন্তরীণভাবে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা উভয় পর্যায়ের সকল ব্যয়িত অর্থেরই অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যতা বা যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়। কর্মসূচির নিজস্ব নিরীক্ষা দল পিকেএসএফ-এর কেন্দ্রীয় নিরীক্ষা ইউনিটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা উভয় পর্যায়ের খরচের ক্ষেত্রেই কঠোর নিয়মনীতি অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

প্রসপারিটি কর্মসূচি নিয়ে প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান ইউটিউব থেকে দেখতে পাশের কিউ.আর. কোডটি স্ক্যান করুন। অনুষ্ঠানগুলো এই লিংক থেকেও দেখা যাবে: **https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHPn8eaf3dsf8MOusmIuPY5h8YPOFO32** ; কর্মসূচির নিয়মিত আপডেট পেতে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।

গণমাধ্যমে প্রসপারিটি কর্মসূচি

৩.১৩ যোগাযোগ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

প্রসপারিটি কর্মসূচির যাবতীয় কার্যক্রম নীতি নির্ধারক, উন্নয়ন অংশীদার, বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা এবং সর্বসাধারণ পর্যায়ে পৌঁছানোর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, পিআইইউ নিজস্ব প্রকাশনা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে আসছে।

২০১৯ সালের ১ এপ্রিল ইনসেপশন পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে পিআইইউ কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য সম্বলিত ব্রশিউর প্রকাশ ও সংস্করণের কাজ চলমান রেখেছে। এসব ব্রশিউর সরকারি নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন অংশীদার, সাংবাদিক এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের কর্মসূচির কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পিআইইউ ২০১৯ সালের ১ অক্টোবর শুরু হওয়া কর্মসূচির পাইলটিং-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ মিডিয়া কভারেজ নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও এবং অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলো যথাযথ গুরুত্বসহ এই অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচার করে।

কর্মসূচিটি সম্পর্কে পাঠকদেরকে নিয়মিত অবহিত করার জন্য পিআইইউ ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে একটি মাসিক ই-নিউজলেটার প্রকাশ করছে। এই মুহূর্তে, ই-নিউজলেটারটি সরকারি নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন অংশীদার, উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষাবিদ, পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণ এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ উভয় পর্যায়ের প্রকল্পকর্মীসহ বিস্তৃত পাঠকের ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। পাঠকদের একটি বিশাল অংশ যারা বাংলায় পড়তে পছন্দ করেন তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য পিআইইউ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি বাংলা নিউজলেটারও প্রকাশ করে, যাতে কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ মেটানো সম্ভব হয়।

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ই-নিউজলেটারটি সাবস্ক্রাইব করতে পাশের কিউ.আর. কোডটি স্ক্যান করুন অথবা নিচের লিংকে ভিজিট করুন।

http://eepurl.com/gPyKQj

৪. কনসেপচুয়াল ও অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক

কর্মসূচির ইনসেপশন পর্ব চলাকালে পিকেএসএফ-এর পিআইইউ তিনটি মূল কম্পোনেন্টের (জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) এবং তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যুর (জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা) ওপর কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক এবং অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে। পাশাপাশি, এমআইএস, এআইএস, আইআইএস এবং এমইএএল-এর জন্যও কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা তৈরি করা হয়।

ফ্রেমওয়ার্কগুলোর পরিকল্পনায় একটি কম্পোনেন্টের সেবাকে অন্য কম্পোনেন্টের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জীবিকায়ন কম্পোনেন্টটিকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন তা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুষ্টি-সংবেদনশীল এবং জলবায়ু উপযোগী আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগও তৈরি করে। এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে কৃষিভিত্তিক আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও নাজুকতাগুলোও বিবেচনা করে। প্রসপারিটির সব সেবাই প্রতিবন্ধী-বান্ধব এবং যেসকল পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায় সেগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে।

৪.১ জীবিকায়ন ফ্রেমওয়ার্ক

মূলত স্থিতিশীল আয়ের অভাবের কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে আয়ভিত্তিক এই দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে।

কর্মসূচির জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের জন্য কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রে মূলত এফসিডিও-এর 'সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস এপ্রোচ' গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহৎ অর্থে, জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট অতিদরিদ্র খানার পাঁচটি মূলধন যথা- অর্থিক মূলধন, মানবসম্পদ, ভৌত মূলধন, সামাজিক মূলধন এবং প্রাকৃতিক মূলধন বৃদ্ধির জন্য ঘাত-সহনশীল জীবিকায়নকে (রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস) উৎসাহিত করে। সে অনুযায়ী, ফ্রেমওয়ার্কটি টেকসইভাবে আয় বৈষম্য ভিত্তিক দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বসবাসরত বিভিন্ন আন্তঃগোত্রীয় গোষ্ঠীগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনকেও বিবেচনায় নেয়।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের জন্য যেসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উপযুক্ত আর্থিক সেবা (অনুদান-সহ), কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা উন্নয়ন। পিআইইউ ইতোমধ্যেই ৯২টি সম্ভাবনাময় আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (৬৮টি কৃষিভিত্তিক ও ২৪টি অকৃষিভিত্তিক) চিহ্নিত করেছে যার অনেকগুলোই কর্মসূচি থেকে ভেল্যু চেইন এবং বাজার অভিগম্যতার সহায়তা পেলে ব্যবসা-সফল ক্লাস্টার ও ক্ষুদ্র-উদ্যোগ হিসেবে গড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। জীবিকায়ন কম্পোনেন্টটি অন্যান্য কম্পোনেন্ট ও ক্রস-কাটিং ইস্যুগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অতিদরিদ্র খানাগুলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি টেকসই পথে তুলে দিতে পুষ্টি-সংবেদনশীল, জলবায়ু সহনশীল এবং প্রতিবন্ধী-বান্ধব আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নেও সহায়তা করছে। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষিত খানাগুলো যেন এমন একটি টেকসই জীবিকা নির্বাহের কৌশল অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠে যা তাদের আয় ও ভোগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং দুর্যোগের সময় ঝুঁকি কমাবে।

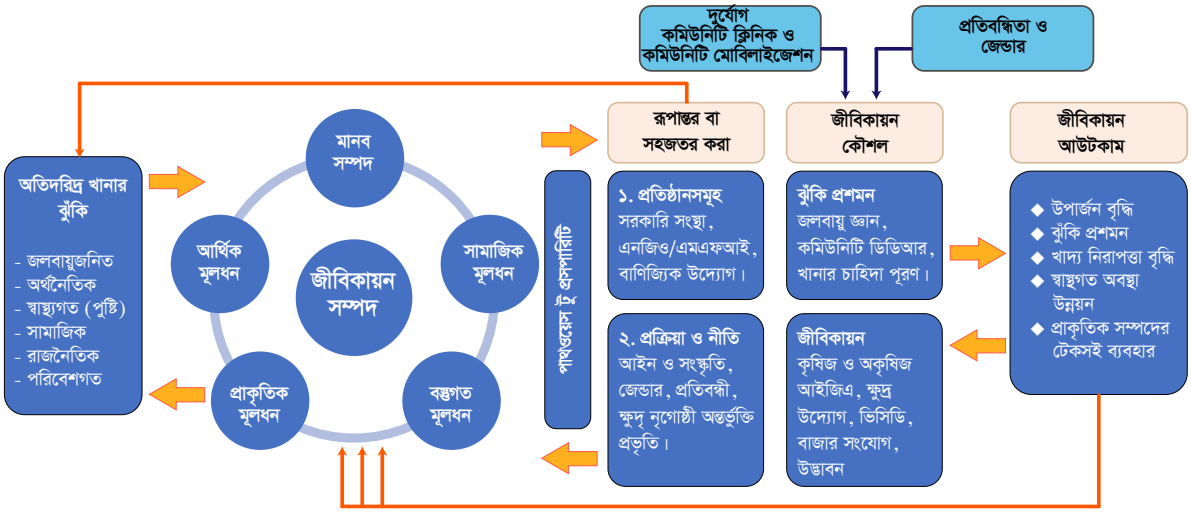

চিত্র ১২: প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কম্পোনেন্টের কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক

চিত্র ১৩: জীবিকায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক

৪.২ পুষ্টি ফ্রেমওয়ার্ক

শারীরিক সুস্থতা ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতার অন্যতম প্রধান নিয়ামক পুষ্টি। প্রসপারিটি কর্মসূচির পুষ্টি কম্পোনেন্ট প্রজন্ম ধরে চলে আসা অপুষ্টির চক্রকে ভাঙতে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কিশোরী ও পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু বিশেষত শিশুর জীবনের প্রথম ১০০০ দিনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রসপারিটি কর্মসূচির পুষ্টি ফ্রেমওয়ার্ক একটি জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা ১) অপুষ্টির প্রত্যক্ষ কারণগুলো কমানোর ফলে ব্যক্তির পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে এবং ২) খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পুষ্টি সংবেদনশীল ও পুষ্টি-নির্দিষ্ট উভয় ধরনের সেবাই প্রদান করে থাকে।

অতিদরিদ্র খানা ও বৃহত্তর কমিউনিটির জন্য পুষ্টি-সংবেদনশীল সেবা নিশ্চিত করতে পুষ্টি কম্পোনেন্ট

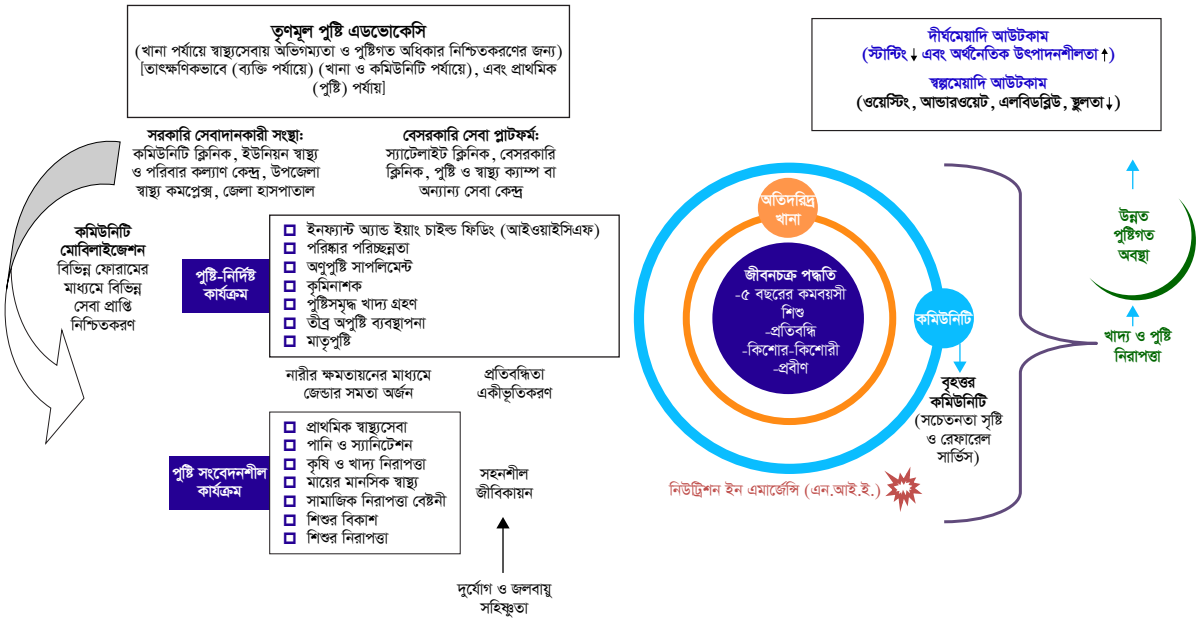

চিত্র ১৪: পুষ্টি কম্পোনেন্টের কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক

ছবি: মার্টিন স্বপন পাত্তে

অপেক্ষার পালা শেষ ফাতেমার

২০১৯ সালের নভেম্বরের এক শীতের সকাল। বাড়িতে প্রসপারিটির ক'জন কর্মীর আগমনে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েন ফাতেমা বেগম (৫৯)। পাশের বাড়ি থেকে ধার করে নিয়ে আসেন প্লাস্টিকের কয়েকটি মোড়া। তখন বেলা ১০টা, তবে সকালের নাস্তা তখনো হয়নি ফাতেমা ও তার একমাত্র প্রতিবন্ধী ছেলের। কথায়-কথায় জানা গেল, আশেপাশের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে এনে মা-ছেলে দু'জনের সংসারে আগের দিন দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটেছে।

ফাতেমা বলেন, 'কেউ ১০০ দেয়, কেউ ৫০ দেয়, এমন কইরা খাই। কাইলগো এক্কেরে চাউল নাই। কয় বাড়ি গেছি চাউল নাই। এক বাড়িতে গিয়া বইয়া রইছি। আধ-সের চাউল দিছে। ওই আধ-সের চাউল আইনা কাইল দুপুরে রানছি।'

গত ৪০ বছর ধরে ভোলা জেলার সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নে খাস জমিতে বসবাস করছেন ফাতেমার পরিবার। ফাতেমার স্বামী ছিলেন দিনমজুর। বছর দশেক আগে তিনি মারা যান। তখন থেকে প্রতিটি দিন মানেই ফাতেমার জন্য একেকটি সংগ্রাম। একমাত্র ছেলে ফারুক (৪০) একজন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। স্বামীর মৃত্যুর পর ফাতেমা অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু বয়সের ভারে এখন আর কাজ করতে পারেন না।

ফাতেমা জানান, তিনি বা তাঁর ছেলে কেউ-ই এখন পর্যন্ত সরকারি ভাতা পাননি। প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় লক্ষিত আড়াই লক্ষ খানার মধ্যে ফাতেমার খানা একটি। গত এক বছরে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় কর্মএলাকায় ফাতেমার মতো অতিদরিদ্র খানাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব খানার দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা শুরু হয়েছে।

বসতভিটায় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে বাগান করা, গবাদিপশু পালন, মাছের খামার করা এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিরাপদ খাবার উৎপাদনকে উৎসাহ দিতে জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। যেসব সামাজিক আচরণের কারণে পুষ্টিগত উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ হয় তা মোকাবেলায় পুষ্টি কম্পোনেন্ট কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের সহযোগিতায় অতিদরিদ্র খানায় ও বৃহত্তর কমিউনিটিতে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চার পরিবর্তনেও কাজ করছে। এই কম্পোনেন্টের সেবাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে মাতৃ স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা এবং জেন্ডার সমতা। এসব কার্যক্রম সম্মিলিতভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যা বৃহত্তর কমিউনিটিতে এবং খানার বিভিন্ন বয়সীদের পুষ্টির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

৪.৩ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রায়শই তাদের অধিকারের দাবিতে এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে সেবা আদায়ে জোরালো দাবি তুলতে পারে না। কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের তাত্ত্বিক (থিওরিটিকাল) ফ্রেমওয়ার্ক 'অধিকারের ভিত্তিতে সেবা' পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যেখানে সকল অংশী প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করা হবে এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে যা তাদেরকে সরব হতে এবং তাদের অধিকারের দাবিতে সক্ষম করে তুলবে। কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের সেবাগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিক হল, ১) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ২) সামাজিক ক্ষমতায়ন, এবং ৩) সেবা ও বাজারে অভিগম্যতা। অতিদরিদ্র খানাগুলোর টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্পদের আরো অধিক ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করে একটি অর্থবোধক পরিবর্তন আনতে, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যকর তৃণমূল অধিপরামর্শের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সম্পর্ক বজায় রাখবে।

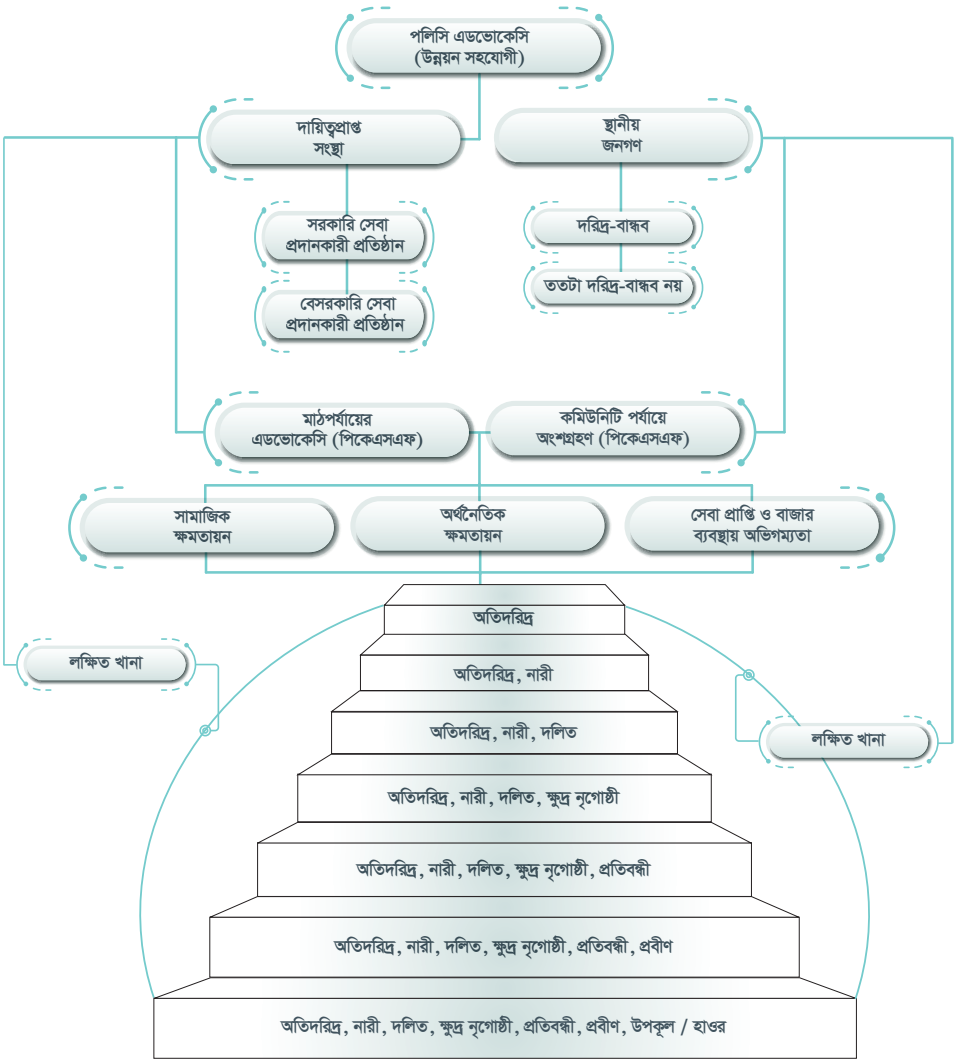

চিত্র ১৫: কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক

ছবি: আরাফাত রায়হান

সমাজ পরিবর্তনে আলোর দিশারী

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত? ব্লাড সুগার বা ব্লাড প্রেসারই বা কিভাবে পরিমাপ করতে হয়? গর্ভবতী মায়েদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরাই হয়তো দ্বিধা করবেন। এমনকি ভুল উত্তরও দিয়ে বসতে পারেন। তবে ভোলা জেলার চর কুকরিমুকরির বাবুগঞ্জ কিশোরী ক্লাবের সভানেত্রী জান্নাত আক্তার জেনি ও ক্লাবের অন্য সব কিশোরীদের এসব প্রশ্ন করলে তারা ঠিক-ঠিক সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে।

গত কয়েক বছরে ১০-১৫ বছর বয়সী এসব কিশোরী দেশের আর দশটা কিশোরীদের থেকে নিজেদের বদলে ফেলেছেন। এসব কিশোরীদের সাথে সাথে দূরবর্তী দ্বীপ এলাকায় বসবাসরত তাদের পরিবারগুলোও এগিয়ে গেছে অনেক দূর। শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিই নয়, কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা নিজ-নিজ এলাকায় বাল্য বিবাহ বা যৌতুকের মতো সামাজিক ব্যধির বিরুদ্ধেও সোচ্চার। বাবুগঞ্জ কিশোরী ক্লাবটি গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থায়িত ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায়। পাঁচ বছর আগে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও কিশোরী ক্লাবগুলো এখনও সচল। দেশের ১৫টি জেলা নিয়ে গঠিত কর্মএলাকায় পূর্বগঠিত কিশোরী ক্লাব কিংবা নতুনভাবে কিশোরী ক্লাব গঠন করে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এসব কিশোরী ক্লাবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সমাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় এমন আচরণ পরিবর্তন। ক্লাবের সদস্যগণ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গর্ভবতী মা-সহ স্থানীয় সব বয়সের মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। এছাড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন প্রভৃতি ইস্যুতে কাজ করছে। প্রতিটি কিশোরী ক্লাবের ক্লাব-ঘরে পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। এসব পাঠাগার থেকে কমিউনিটির সদস্যরা সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বই ধার করে পড়তে পারেন। ক্লাস নাইনের ছাত্রী বাবুগঞ্জ কিশোরী ক্লাবের সভানেত্রী জান্নাত আক্তার জানান, 'আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করতে পারি আর মিলেমিশে থাকতে পারি তবে ক্লাবগুলো সফল হবে।'

সবমিলে, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন পাঁচটি বৃহৎ অংশে কাজ করে: ১) দক্ষতা উন্নয়ন, ২) প্লাটফর্ম গঠন, ৩) সম্মিলিত জোট গড়ে তোলা, ৪) সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং ৫) অন্যান্য কম্পোনেন্টের সাথে সমন্বয় সাধন।

৪.৪ প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ ফ্রেমওয়ার্ক

সঠিক সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতায় ভুগছেন। প্রতিবন্ধী এসব মানুষদের অনেকেই প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও মূলত বিদ্যমান সামাজিক রীতিনীতির কারণে বেশিরভাগই উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকেই বাদ পড়ে যান। প্রসপারিটি কর্মসূচির প্রতিবন্ধিতা একীভূতিকরণ ইস্যুটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহস্থালীতে এবং বৃহত্তর কমিউনিটিতে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে কর্মসূচির সব সেবাতেই অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি অন্য সেবার সাথে সমানভাবে নিশ্চিত করা। এই প্রক্রিয়াটি কর্মসূচির মূলধারার কম্পোনেন্টগুলোর সাথে সংযুক্ত। প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসতে এই কর্মসূচিটি সচেতনতা, অংশগ্রহণ, বৈষম্যহীনতা, অভিগম্যতা ও সার্বজনীন পরিকল্পনা, জেন্ডার সমতা এবং 'টুইন-ট্র্যাক' পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে 'প্রতিবন্ধী-বান্ধব উন্নয়ন' ধারণাটি গ্রহণ করেছে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সকল কম্পোনেন্টের সেবাগুলোই প্রতিবন্ধী-বান্ধব হবে। এই কর্মসূচির প্রতিবন্ধী-নির্দিষ্ট সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং প্রতিনিধিত্বকারীদের সহায়তামূলক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকায়ন, শিক্ষা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে সমর্থন দেয়া ও ক্ষমতায়িত করা।

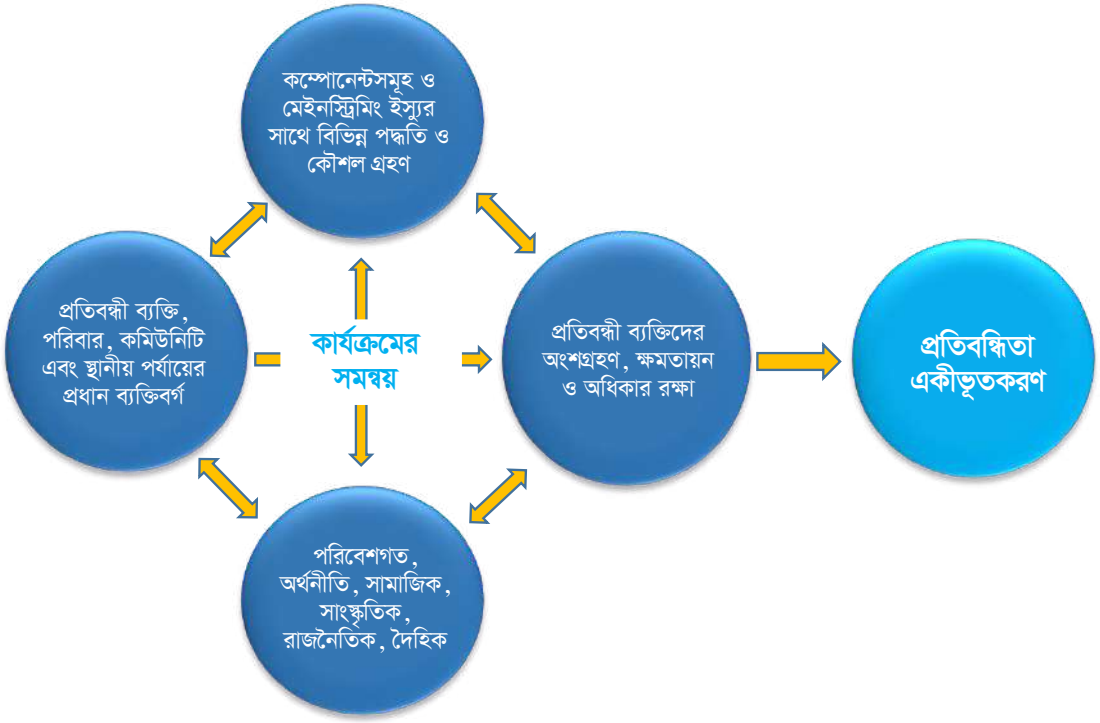

চিত্র ১৬: প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণের অপারেশনাল এপ্রোচ

৪.৫ নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা ফ্রেমওয়ার্ক

অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে নারীদের বৃহৎ অংশেরই সম্পদের ওপর যৎসামান্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সাংস্কৃতিক চর্চার কারণে জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীদের প্রায় কিছুই বলার থাকে না। ফলে পুরুষদের তুলনায় নারীরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করার ঝুঁকিতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৭টি পাইলটিং ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যে দেখা যায়, জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশই সংসার চালানোর জন্য পরিবারের নারী সদস্যর আয় ব্যবহার করে। তবে এর মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ নারীর নিজের নামে জমি রয়েছে বা তারা তাদের নামে নেয়া ঋণের টাকা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে।

ছবি: আরাফাত রায়হান

কোন ভবিষ্যতের পথে তানিম?

সাগরে ভেসে ভেসে জীবনের বড় অংশ পার করেছেন লতিফ মিয়া (৪৫)। ভোলা জেলার চর মনপুরার বাসিন্দা লতিফ পেশায় একজন প্রান্তিক মৎস্যজীবী। বাবার সহযোগী হিসেবে পাঁচ কি ছয় বছর বয়স থেকেই সাগরে মাছ ধরছেন। লতিফের জীবন-জীবিকা উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য প্রান্তিক মৎসজীবীদের মতোই। দুর্যোগ-প্রবণ উপকূলে জাল-জলযানহীন জেলেদের একজন তিনি। মাছ ধরার জাল ও নৌকা সংগ্রহ করতে তাকে প্রায়শই ধর্না দিতে হয় স্থানীয় দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে। দাদনের কড়া হিস্যা মিটিয়ে তারা শ্রমের মূল্য খুব কমই ঘরে তুলতে পারেন। কিস্তি মিটিয়ে মাসে তিন-চার হাজার টাকা আয় হয়। পর্যাপ্ত মাছ না পেলে থাকতে হয় অর্ধাহারে-অনাহারে। গত কয়েক যুগ ধরে এভাবেই কাটছে জীবন।

কিছু শাকসবজি ফলিয়ে বাড়তি আয় করবেন সেই সুযোগও নেই লতিফ মিয়ার। মনপুরার দক্ষিণ সাকুচিয়ায় লতিফ মিয়া ঘর তুলেছেন সরকারি খাস জমিতে। গত ২৫ বছর ধরে বাস করছেন সেখানেই। সময় গড়ানোর সাথে সাথে বাড়ছে নতুন নতুন শঙ্কা। সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধিতে লবণ পানির আগ্রাসনও চলে সেখানে যখন-তখন। তবে লতিফ মিয়ার জীবনে এসব ছাপিয়ে দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ছোট ছেলে তানিমের (১৫) অনিশ্চিত ভবিষ্যত। লতিফ জানান, তানিম নিজের হাত ও পা ঠিকমতো নাড়াচাড়া করতে পারে না। ভাত খেতে, কাপড় পড়তে, এমনকি টয়লেটে যেতেও অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় তানিমের। গত ১৫ বছরে লতিফ ও তার স্ত্রী পেয়ারি বেগম তানিমের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। কোথাও থেকে বাড়তি কিছু টাকার সংস্থান পেলেই ছেলের চিকিৎসায় ছুটেছেন এখানে-ওখানে। তবে হতাশা আর ঋণের দায় ছাড়া কোন উপকার হয়নি।

প্রসপারিটি কর্মসূচির জরিপ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নে বসবাসকারী অতিদরিদ্র খানাগুলোর কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ খানায় অন্তত একজন সদস্য প্রতিবন্ধী। প্রচণ্ড আর্থিক অসঙ্গতির মধ্যে থাকা এসব খানার পরিস্থিতি প্রায় একই রকম। এদের অনেকেই সামাজিক সুরক্ষার আওতার বাইরে। আর এ কারণেই প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ প্রসপারিটি কর্মসূচির অন্যতম অগ্রধিকার। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রসপারিটির প্রকল্প পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা বলেন, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ খুবই সম্ভাবনাময়। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা নিজেদের ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। এসব প্রতিভা খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা উচিত।'

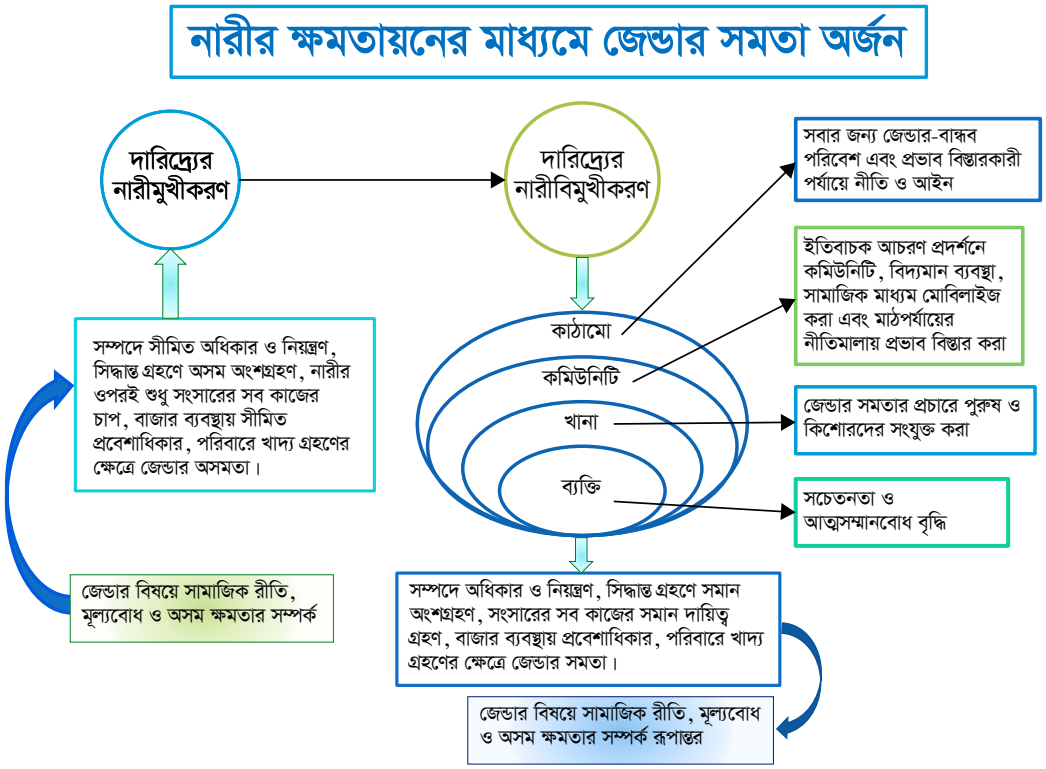

চিত্র ১৭: নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন-এর কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক

এই অসমতা দূর করার জন্য, নারীর ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কে 'দারিদ্র্যের নারীমূখীকরণ' (ফেমিনাইজেশন অফ পোভার্টি) পরিবর্তনের মাধ্যমে 'দারিদ্র্যের অ-নারীমূখীকরণ' (ডি-ফেমিনাইজেশন অফ পোভার্টি) বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্ক 'জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ' ধারণায়নকে অনুসরণ করবে যেখানে ব্যক্তি পর্যায়, গৃহস্থালী পর্যায়, কমিউনিটি পর্যায় ও কাঠামোগত পর্যায় -- এই চারটি স্তরে কাজ করবে। ব্যক্তি পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগের (বিহেভিওরাল চেইঞ্জ কমিউনিকেশন) কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তির জ্ঞান, মনোভাব, প্রেরণা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আচরণগত পরিবর্তন। গৃহস্থালী পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তন যোগাযোগের (সোশ্যাল চেইঞ্জ কমিউনিকেশন) কেন্দ্রে রয়েছে পুরুষ ও ছেলেদের যুক্ত করে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। কমিউনিটি পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন যোগাযোগের মূলে রয়েছে গোষ্ঠীগত প্রয়োজন নির্ধারণ, অধিকারের দাবি এবং সামাজিক প্রথার নেতিবাচক দিকগুলো পরিবর্তন করতে কাজ করা। কাঠামোগত পর্যায়ে এর কেন্দ্রে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি এবং আইন, নীতি ও প্রশাসনিক চর্চাগুলোকে পরিবর্তন বা উন্নত করার প্রচেষ্টা।

৪.৬ দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা ফ্রেমওয়ার্ক

এই কর্মসূচির তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সবগুলোতেই জলবায়ু অভিঘাত প্রকট যা প্রায়শই অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে দারিদ্র্যসীমার আরো নিচে ঠেলে দেয়। তাই দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা ফ্রেমওয়ার্কের লক্ষ্য, ভবিষ্যতে সদস্যদের জীবিকায়নের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে দীর্ঘমেয়াদে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি কিভাবে জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলতে পারে তাতে জোর দেয়া।

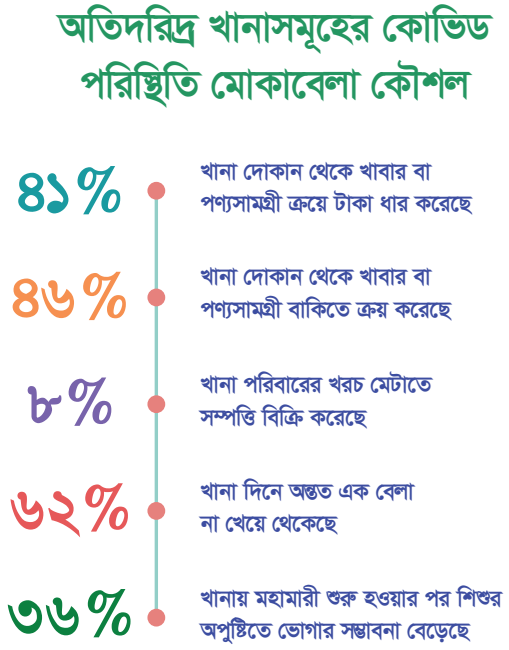

চিত্র ১৮: কোভিড-১৯ বিষয়ক গুণগত গবেষণার ফলাফল

জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ধীরগতির ও দ্রুতগতির উভয় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগই সৃষ্টি করে, যেমন: গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, উচ্চজোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা এবং পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি। সদস্যদের জলবায়ু অভিঘাত প্রশমনে এই কর্মসূচি সবগুলো মূল কম্পোনেন্ট এবং ক্রস-কাটিং ইস্যুর অধীনে গৃহীত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে একটি জলবায়ু-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি (লেন্স) ব্যবহার করে।

জলয়ায়ু ইস্যুতে সহনশীলতা গড়ে তুলতে এই ফ্রেমওয়ার্কটি চারটি বৃহৎ পরিসরের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে: ১) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে লক্ষিত খানা ও কমিউনিটির জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা, ২) জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য অভিঘাত মোকাবিলায় মানুষকে সহায়তা করা, ৩) সুনির্দিষ্ট জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে যারা ঝুঁকিতে আছেন তাদেরকে সহায়তা করা, ৪) অতিনাজুক জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য সহায়তা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা।

৪.৭ পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক

কর্মসূচির আউটপুট, ফলাফল ও প্রভাবের সাথে সমন্বয় রেখে প্রসপারিটি কর্মসূচির রেজাল্টস চেইন তৈরি করা হয়েছে। কর্মসূচির পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম গঠন ও সমন্বয়ের জন্য এই কর্মসূচির পরিবর্তন তত্ত্বকে একটি ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কর্মসূচির কর্মকর্তারা যেন এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের অবস্থা সরাসরি পরীবিক্ষণ করতে পারেন এবং যখন, যেমন প্রয়োজন সে অনুযায়ী সংশোধনীমূলক বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য পিআইইউ আইআইএস ব্যবহার করে একটি ডেটাবেস তৈরি করেছে। কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে বহিঃ মূল্যায়নেরও সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫. কোভিড-১৯: চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

কোভিড-১৯-এর আকস্মিক প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলে পুরো বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই মন্দাভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে অতিদরিদ্র মানুষ, বিশেষত, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রম খাত থেকে উপার্জন করা শ্রমিকরা। খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ অতিদরিদ্র খানা এই খাতটি থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে চলাচলের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করায় এদের অনেকেই উপার্জনের সুযোগ হারিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অতিদরিদ্র মানুষেরা কিভাবে মানিয়ে চলছে তা বোঝার জন্য, প্রসপারিটি কর্মসূচি ১৭টি পাইলটিংভুক্ত ইউনিয়নে একটি গুণগত গবেষণা (কোয়ালিটেটিভ স্টাডি) পরিচালনা করে। টেলিফোন কলের মাধ্যমে সম্পন্নকৃত এই গবেষণায় দেখা যায়,

ওয়েবিনারটিতে উল্লিখিত প্যানেলিস্টগণ ছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশজুড়ে প্রসপারিটি কর্মএলাকাভুক্ত জেলা ও উপজেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত ১৯টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।

জরিপকৃত ৫০টি খানার বেশিরভাগই আয়ের পথ হারিয়েছে এবং খাদ্যাভাবে রয়েছে। তাদের অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় কম খেয়ে বা না খেয়ে দিন কাটিয়েছে, আবার অনেকেই তাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার করেছে কিংবা দোকান থেকে বাকিতে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করেছে। এই গবেষণাটির মূল তথ্য-উপাত্ত চিত্র ১৮ (পৃষ্ঠা ৫০) -এ তুলে ধরা হয়েছে।

সদস্যদের তাৎক্ষণিক খাদ্য সংকট মোকাবেলায় ১৭টি পাইলটিং ইউনিয়নের প্রায় ৩০ হাজার অতিদরিদ্র খানাকে জরুরি ভিত্তিতে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাগুলোকে খাবার, ওষুধ এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী দ্রব্যাদি কেনার জন্য তিন মাস ধরে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে অর্থ প্রদান করা হয়। সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই অর্থ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে অতিদরিদ্র খানাগুলোতে প্রেরণ করা হয়।

করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জরুরী সহায়তা কার্যক্রমে কর্মএলাকার অতিদরিদ্র সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদ-সহ স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করে। তৃণমূল অধিপরামর্শের (এ্যাডভোকেসির) ফলে প্রসপারিটি কর্মসূচির মাধ্যমে চিহ্নিত বেশ কিছু অতিদরিদ্র খানা সরকারের কাছ থেকে খাদ্য সহায়তা পায়।

পিআইইউ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা এবং সরকারের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মাঠ কার্যক্রম শুরু করতে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য পিআইইউ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে একটি ভার্চুয়াল যোগাযোগ পদ্ধতি স্থাপন করে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি আয়োজন করতেও এই যোগাযোগ পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়।

৬. ইনসেপশন পর্যায়ের শিখন অবহিতকরণ

পিআইইউ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। এর লক্ষ্য ছিল ইনসেপশন পর্বের অগ্রগতি ও শিখন সম্পর্কে অবহিতকরণ। দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা এই আলোচনায় তিনশ'র-ও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশ নেন।

ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কর্মসূচির কর্মএলাকাগুলোর জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধি, পিকেএসএফ ও ১৯টি সহযোগী সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং শিক্ষাবিদগণ।

যদিও অনুষ্ঠানটি একটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় তারপরও অন্তত ১৩টি প্রিন্ট ও অনলাইন গণমাধ্যম (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়, যেমন: প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ইত্যাদি) এই সংবাদটি গুরুত্বের সাথে সম্প্রচার করে।

ওয়েবিনার থেকে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি

» ২০২০ সালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কোভিড-১৯ মহামারী। এর ফলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন। অনেকে শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য হন। পুরো বিশ্ব ক্ষতির মুখে পড়ে। বিদ্যমান দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে নতুন করে যারা দরিদ্র হয়ে পড়েছে তাদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য প্রসপারিটির মতো কর্মসূচিগুলো অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে এখন বেশি জরুরি।

» প্রসপারিটি কর্মসূচি সমাপ্তির পর এই কর্মসূচির আওতায় আসেনি এমন ইস্যুগুলো খুঁজে বের করতে হবে। যেসব ইস্যুর কারণে লক্ষিত জনগোষ্ঠী যেন আবার দরিদ্রাবস্থায় পতিত না হয় সে জন্য কাজ করতে হবে।

» ইনসেপশন পর্বটি সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্মসূচির 'এক্সিট স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে চিন্তা শুরু করতে হবে। এখন কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায় হলেও এখন থেকেই বিষয়টি বিবেচনায় নিলে আসন্ন মাস এবং বছরগুলোতে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।

৭. শিখন

কর্মসূচির মূল বাস্তবায়ন পর্ব পুরোদমে শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় সব প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও আর্থিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ইনসেপশন পর্বটি পরিকল্পনা করা হয়। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মাঠের কার্যক্রমে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা সত্ত্বেও পিকেএসএফ এবং মাঠ পর্যায়ের সহযোগী সংস্থাগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী টিম উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। যেহেতু সব কর্মএলাকায় ইতোমধ্যে প্রসপারিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাই কর্মসূচিটি এখন নির্বাচিত খানাগুলোতে সম্পূর্ণরূপে সেবা প্রদান শুরু করা এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে প্রস্তুত।

এক বছরের ইনসেপশন পর্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ শিখন লাভ সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

ক) অতিদরিদ্র খানার আওতাভুক্তি

নির্বাচিত জনসংখ্যার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রাটি খানার আয়-ব্যয় জরিপ-২০১০ ও ২০১৬-এর তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। তবে ২০১৯ সালে সংগৃহিত পাইলটিং-এর তথ্যে দেখা যায়, প্রায় সকল ইউনিয়নে অতিদরিদ্রের সংখ্যা প্রাথমিক অনুমানের চেয়েও ১৫-২০ শতাংশ পয়েন্ট (পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) বেশি। এর অর্থ, এই 'নতুন দরিদ্র' জনগণকে তাদের এই শোচনীয় অবস্থা থেকে বের করে আনতে এ ধরনের কর্মসূচির পরিধি আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

খ) অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন

১) অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে যথাযথ প্রক্সি সূচকগুলি নির্বাচন খুবই কার্যকর ছিল। পাইলটিং-এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এক্ষেত্রে খানা নির্বাচনের যথার্থতা ছিল শতকরা ৯৩ ভাগ।

২) সোশ্যাল ম্যাপিং (সামাজিক মানচিত্র) ও দলীয় আলোচনার সমন্বয়ে তৈরি পিইপিআইটি পদ্ধতিটি খানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সহজ করেছে এবং অর্থ ও সময় দু'টোই বাঁচিয়েছে।

৩) ওডিকে-ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পিআইইউকে আলাদা আলাদা তথ্য-উপাত্ত তৈরি করতে সহায়তা করেছে। মাঠ কার্যক্রম চলাকালে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশাল সংখ্যক তথ্য বিশ্লেষণ করতেও সহায়তা করেছে।

গ) বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ

১) বৈচিত্র্যময় এবং দুর্গম এলাকাগুলোতে অতিদরিদ্র কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষ বাস্তবায়নকারী অংশীদার নির্বাচন অত্যাবশ্যক।

২) পিআইইউ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে একটি বহুমুখী কর্মীবাহিনী গঠনের জন্য কঠোর নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

ঘ) উপযুক্ত সেবা গ্রহণ

অতিদরিদ্র খানাগুলোর নানাবিধ চাহিদা পূরণের জন্য খানার সক্ষমতা, ওই অঞ্চলের নাজুকতা ও সম্ভাবনা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের যেমন: স্থানীয় প্রশাসন (জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা), স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী এবং সহযোগী সংস্থার উপলব্ধি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো দারিদ্র্য মুক্তির জন্য উপযুক্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সত্যিকারের পার্থক্য তৈরি করে।

ঙ) কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন

অতিদারিদ্র্য কর্মসূচির জন্য বিশেষ ধরনের দক্ষতা এবং অনুপ্রেরণা প্রয়োজন। ইনসেপশন পর্ব চলাকালে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় পিআইইউ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদেরকে অতিদরিদ্র কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চ) স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম ও ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন

জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, তিনটি ক্রস-কাটিং ইস্যু এবং পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বা অন্যান্য বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে ফ্রেমওয়ার্ক, এসওপি এবং পদ্ধতিগুলো দ্রুত প্রস্তুত হওয়ায় সেগুলো পাইলটিং ইউনিয়নগুলোতে কর্মসূচির বিভিন্ন সেবা প্রদান শুরু করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

ছ) অতিদরিদ্র খানাগুলোর জন্য সরকারি-বেসরকারি সেবা নিশ্চিতকরণে সহযোগী সংস্থাগুলোর অধিপরামর্শ

কোভিড-১৯-এর জন্য সাধারণ ছুটি চলাকালে দেখা গেছে, অতিদরিদ্র খানার জন্য বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সেবা নিশ্চিত করার জন্য সহযোগী সংস্থাগুলোর তৃণমূল অধিপরামর্শ একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এই সময়ে, প্রসপারিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর এ জাতীয় অধিপরামর্শের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক অতিদরিদ্র খানা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছে। এই ধরনের সেবা অব্যাহত রাখা গেলে তা দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখবে।

জ) ভার্চুয়াল যোগাযোগ

কোভিড-১৯-এর বিধিনিষেধের ফলে পুরো কর্মএলাকা জুড়ে পিআইইউ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ভার্চুয়াল এবং অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শুধু সরাসরি যোগাযোগই স্থাপন করেনি, বরং কর্মসূচির সদস্য ও মাঠকর্মী উভয়ের জন্যই ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও পরামর্শ দেয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

সংযুক্তি ১: কর্মসূচির যত অর্জন

Sl No	Milestones	Target		Progress
		Aug 19	Mar 20	
1	Programme setup & management			
1.1	Start of the Prosperity programme (Inception Phase)	Completed		Completed
1.2	Establishment of Programme Implementation Unit (PIU) at PKSF		Completed	Completed
2	Detailed budget	Process started	Completed	Completed
3	Work plan	Completed		Completed
4	Geographical targeting			
4.1	Working area (District, Upazila, Union) selection	Process started	Completed	Completed
5	Partner Organisation selection	Process started	Completed	Completed
6	Targeting and selection of extreme poor HHs	Process started	Completed	• Completed in 17 piloting unions • Completed in 56 unions outside piloting unions •Process ongoing in the rest of the 196 unions •As of 31 March 2020, Prosperity has targeted over 31,000 EP HHs
7	Results framework			
7.1	Logframe for PKSF Components	Process started	Draft Completed	Draft completed
8	Technical design			
8.1	Design and Development of Frameworks			Draft completed
8.1.1	Livelihoods Framework	Process started	Draft Completed	Draft completed
8.1.2	Nutrition Framework		Draft Completed	Draft completed
8.1.3	Community Mobilisation Framework		Draft Completed	Draft completed
8.1.4	Disability Framework	Process started	Draft Completed	Draft completed
8.1.5	MEAL Framework	Process started	Draft Completed	Draft completed
8.1.6	Results Based Monitoring (RBM) Framework		Design process initiated	The design process of Results-Based Monitoring (RBM) system has been initiated and expected to be finalised after finalisation of Logframe and M&E framework

Sl No	Milestones	Target		Progress
		Aug 19	Mar 20	
8.2	Development of strategies			
8.2.1	Women empowerment and gender integration		Process initiated	Draft completed
8.2.2	Disaster & climate resilience strategy		Process initiated	Draft completed
8.2.3	Resilient livelihood and business cluster Development		Draft Completed	Draft completed
8.3	Framework for Integrated Information System (IIS)		Draft Completed	Draft completed
8.3.1	Establishment of Integrated Information System (IIS)		Ongoing	The draft Terms of Reference (ToR) for Integrated Information System (IIS) has been prepared. The process was initiated and will be completed after the full resumption of the field level activities. Moreover, as part of the IIS implementation, the PIU is using ODK-based mobile application for HHs census.
8.3.2	Management Information System (MIS)		Completed	PIU developed the MIS reporting template and circulated to POs, which they are using to file monthly reports
8.4	Establishment of AIS system at PKSF level	Process started	Completed	Completed
8.5	AIS system at PO level			
8.5.1	Guideline for accounts keeping	Process started	Completed	Completed
8.5.2	Guideline for advance payment and adjustment	Process started	Completed	Completed
8.6	Fund transfer to PO		Ongoing	Ongoing
8.7	Safeguarding against sexual harassment	Process started	Completed	All working guidelines for implementation of different field-level activities include safeguarding principles against sexual harassment or any other harassment of vulnerable target population. This has been done in accordance with both the FCDO guidelines and inbuilt PKSF guidelines against sexual harassments as per the directives of Bangladesh High Court of 8 March 2010.

Sl No	Milestones	Target		Progress
		Aug 19	Mar 20	
8.8	Fraud or misappropriation in fund utilisation	Process started	Completed	PKSF has standard financial management practices for its downstream partners (including the Prosperity partners). Any fraud or misappropriation of fund utilisation is being controlled through both field level verification by individual programme as well as through the internal (both PKSF and PO) and external audits. There are corrective measures in place against any such incidents
8.9	Recruitment of programme staff at PO level		Completed	Nineteen downstream partners recruited 779 staff consisting of Project Coordinator, Technical Officers (TO), Assistant Technical Officers (ATO), MIS officer, Community Health and Nutrition Promoter (CNHP)
8.10	Capacity Building (training) for PIU & PO	Process started	Ongoing	Ongoing
8.11	Design and Piloting of Core Components (Livelihoods, Nutrition, Community Mobilisation)		Completed	The PIU started piloting of Core (Livelihoods, Nutrition, Community Mobilisation) and cross-cutting components
8.12	Piloting of disability inclusion (a cross-cutting issue)		Completed	Ongoing
9	Monitoring framework			
9.1	M&E Framework	Process started	Completed	Draft prepared
9.2	Baseline Survey		Process Initiated	The draft Terms of Reference (ToR) for external firm selection for Baseline survey has been prepared before the public holiday due to COVID-19. PKSF is expected to start the process of hiring an external firm for Baseline Survey after full resumption of field activities
10	Procurement and VfM:	Process started	Ongoing	Ongoing
11	Reporting (Progress & Financial)			
11.1	Half-yearly Report		Completed	Completed
11.2	Annual Report		Process started	Inception report completed
12	Dissemination (Communication)	Process started	Completed	PIU has open its own website, Facebook page, Twitter handle, YouTube channel, Flickr, and ISSUU. An eNewsletter is now being circulated among the stakeholders from January 2020 onwards

সংযুক্তি ২: অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ

Objectives	Tools	Participants
STEP 1		
• Identify the characteristics of extreme poor considering the dynamics of region. • Identify inclusion and exclusion criteria for targeting extreme poverty. • Divide inclusion criteria into core criteria and supplementary criteria. • Make decision regarding the minimum requirement for selecting households: Households fulfiling at least three core criteria are then surveyed.	• Previous project experience. Local knowledge. • Consultation with partner organisations	Project and PO staff
STEP 2		
Primary identification of extremely poor households.	PEPIT	Community people including EP, poor, non-poor, UP member, chairman, schoolteacher, imam in groups.
STEP 3		
Verification of primarily identified extremely poor households.	Re-FGDs are conducted in 5% village (One FGD in each village). If the result varies by more than 15%, FGDs are conducted again for the entire village.	Partner organisation staff
STEP 4		
• Prepare a doubtful list (verification of inclusion) from primary identification if any. • Prepare a list of those eligible (verification of exclusion) but were not included. • Match identified extremely poor households with participants under Social Safety Net Programme.	• Visit door to door • Transact walk • Collect list from Union Parishad, MOWCA, and Department of Social Welfare.	Partner organisation staff
STEP 5		
• Survey the identified households including doubtful list. • Finalisation of doubtful list. • Finalisation of new eligible list.	Household census	Partner organisation staff
STEP 6		
Verification of a sample of the households (Approximately 2%)	Exchange visit for verification	PIU and PO staff
STEP 7		
Finalise the list through analysing the characteristics of the households (income & other relevant indicators and exclusion criteria)	Selection criteria set cut off point of income/expenditure consistency test	PIU
STEP 8		
Recheck and analyse (with proxy indicators) the potential households excluded from the list.	Analyses of household characteristics	
STEP 9		
Verification of the extremely poor households with community people	List published in the para level	PO staff
STEP 10		
Finalise the list of extremely poor households	Subcategories of extreme poor	PIU & PO staff

সংযুক্তি ৩: সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

ক্রম	সহযোগী সংস্থার নাম	প্রসপারিটি কর্মএলাকা	যোগাযোগ
১	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	খুলনা ও মাগুরা জেলার ৩টি উপজেলাভুক্ত ৬টি ইউনিয়ন	ঢাকা রোড, শেখ হাটি, যশোর-৭৪০০, ফোন: (০৪২১) ৬৮৮২০, ৬৮৮০৭, ০১৮৭৪-০৭৫১০১ ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৮০৭, ইমেইল: **addinjsr@gmail.com** ঢাকা অফিস আদ-দ্বীন হাসপাতাল, ২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন: ৯৩৫৩৩৯১-৩, ০১৭১১-৫৩২০৪৮ ০১৭১১-৮২৭৯২২, ফ্যাক্স: ০২-৮৩১৭৩০৬ ইমেইল: **addinjsr@gmail.com, info@ad-din.org**; ওয়েবসাইট: **www.ad-din.org**
২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)	বাগেরহাট ও পটুয়াখালী জেলার ৪টি উপজেলাভুক্ত ৮টি ইউনিয়ন	কোডেক ভবন, প্লট: ০২, রোড: ০২, লেক ভ্যালি আবাসিক এলাকা হাজি জাফর আলি রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম ফোন: ৮৮০-৩১-২৫৬৬৭৪৬, ২৫৬৬৭৪৭, ০১৭১৩-১০০২৩০ ইমেইল: **khursidcodec@gmail.com** ওয়েবসাইট: **www.codecbd.org**
৩	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)	কিশোরগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৪টি ইউনিয়ন	বাড়ি: ৭৪১, রোড: ৯ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি আদাবর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: +৮৮-০২-৯১২৮৫২০, ৮১২০৯৬৫, ৫৮১৫১১৭৬, ০১৯২৬-৬৭৩১০০ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮৫৩৪১৩, এক্স: ১২৩ ইমেইল: **dskinfo@dskbangladesh.org**
৪	ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	রংপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার ৫টি উপজেলাভুক্ত ১২টি ইউনিয়ন এবং দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি উপজেলাভুক্ত ২৬টি ইউনিয়ন	কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও- ৫১০০ ফোন: (০৫৬১) ৫২১৪৯, ০১৭১৩-১৪৯৩৩৩ ০১৭১৩-১৪৯৩৪৪; ফ্যাক্স: ০৫৬১-৬১৫৯৯ লিয়াজোঁ অফিস: ইএসডিও হাউস, প্লট: ৭৪৮, রোড: ৮ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: ০২-৮১৫৪৮৫৭, ০১৭১৩-১৪৯২৫৯ ইমেইল: **esdobangladesh@hotmail.com** ওয়েবসাইট: **esdo-bangladesh.org**
৫	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	রংপুর জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৩টি ইউনিয়ন এবং দিনাজপুর জেলার ৫টি উপজেলাভুক্ত ৩০টি ইউনিয়ন	হলদিবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ফোন: ০১৭১৩-১৬৩৫০০, ০১৮৬৫-০৬৩৮০৪ ইমেইল: **gbkpbt@yahoo.com** ওয়েবসাইট: **www.gbk-bd.org**
৬	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার ৩টি উপজেলাভুক্ত ৬টি ইউনিয়ন	আলতাজের রহমান রোড চরনোয়াবাদ, ভোলা ফোন: (০৪৯১) ৬২১৬৯, ০১৯১৪-০৫৯৪৭৮ ০১৮৬৫-০৩৬৬০১, ০১৭১৪-০৫৯৪৭৯ ইমেইল: **mohin2010@yahoo.com**
৭	হীড বাংলাদেশ	খুলনা ও বাগেরহাট জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৬টি ইউনিয়ন	প্রধান সড়ক, প্লট-১৯, ব্লক-এ সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ফোন: ৯০০৪৫৫৬, ৯০০১৭৩১, ০১৭১৩-২৭৬৪৬৩ ০১৭১৩-২৭৬৪৭০ ইমেইল: **heed@agni.com** ওয়েবসাইট: **www.heed-bangladesh.com**
৮	নবলোক পরিষদ	বাগেরহাট জেলার ৩টি উপজেলাভুক্ত ৬টি ইউনিয়ন	বাড়ি: ১৬৩, রোড: ১১, নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২০১৫৫, ০১৭৪৫-৮৮৪৪৮৮, ০১৭১১-৮৪০৯৫৭ ইমেইল: **nabolok@nabolokbd.org**, **nabolok@khulna.net**

ক্রম	সহযোগী সংস্থার নাম	প্রসপারিটি কর্মএলাকা	যোগাযোগ
৯	নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ৪টি উপজেলাভুক্ত ৯টি ইউনিয়ন	নওয়াবেঁকী বাজার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ফোন: ০১৭১১-২১৮১৯৭, ০১৭১১-৮৬৪৬০৪ ইমেইল: **ngfbd1@yahoo.com**
১০	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)	কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলাভুক্ত ১৭টি ইউনিয়ন	বাড়ি: ৫৪৮, রোড: ১০ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: ৮১৫১১২৪-৬, ৯১২৮৮২৪, ০১৭১৩-০০৩১৬৬, ০১৭৩০-০২৪৫১৫ ইমেইল: **info@padakhep.org**, **padakhep@gmail.com**, ওয়েবসাইট: **www.padakhep.org**
১১	পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	কিশোরগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৫টি ইউনিয়ন	৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ ফোন: ৯১২১০৪৯, ৯১৩৭৭৬৯, ৯১২২১১৯, ০১৭১১-৫৩৬৫৩১; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১৩০০১৪ ইমেইল: **popibd-ed@yahoo.com**
১২	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)	ভোলা জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৫টি ইউনিয়ন	আদর্শ পাড়া, ওয়ার্ড নং ৬ চরফ্যাশন পৌরসভা ডাকঘর+উপজেলা: চরফ্যাশন, ভোলা ফোন: ০৪৯২৩-৭৪৫১১, ০১৭১৬-১৮৫৩৮৯ ইমেইল: **fda.crf@gmail.com**
১৩	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	খুলনা, বাগেরহাট ও মাগুরা জেলার ৩টি উপজেলাভুক্ত ৬টি ইউনিয়ন	আরআরএফ ভবন, সিএন্ডবি রোড, কারবালা পোস্ট বক্স: ০৭, যশোর-৭৪০০ ফোন: ০৪২১-৬৬৯০৬, ০৪২১-৬৫৬৬৩ ০৪২১-৬৮৪৫৭, ০১৭১৩-০০০৯২৬, ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৫৪৬ ইমেইল: **admin@rrf-bd.org**, **info@rrf-bd.org**, ওয়েবসাইট: **www.rrf-bd.org**
১৪	সেলফ-হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)	নীলফামারী জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৪টি ইউনিয়ন	নতুন বাবুপাড়া সৈয়দপুর- ৫৩১০, নীলফামারী ফোন: ০৫৫২৬-৭৩১৩৬, ০১৭১২-০৫৯১৪৮ ইমেইল: **sharpsdp@yahoo.com**
১৫	এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধা জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৪টি ইউনিয়ন	কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহ গাইবান্ধা- ৫৭০০ ফোন: (০৫৪১) ৫১৪০৮, ০১৭১৩-৪৮৪৪০০ ০১৭১৩-৪৮৪৪০৪, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৪১-৫১৪৯২ ইমেইল: **sks-poes2@yahoo.com** ওয়েবসাইট: **www.sks-bd.org**
১৬	টিএমএসএস	কুড়িগ্রাম জেলার ৪টি উপজেলাভুক্ত ১১টি ইউনিয়ন এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৪টি ইউনিয়ন	টিএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজীপাড়া, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ ফোন: ৫৫০৭৩৫৪০, ৫৫০৭৩৫৩০, ৫৫০৭৩৫৮৬, ৯০১৩৬৫৯, ফ্যাক্স: ৯৩৪৮৬৪৪, ৯০০৯০৮৯ ইমেইল: **tmsseshq@gmail.com** ওয়েবসাইট: **www.tmss-bd.org**
১৭	উন্নয়ন	সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ৪টি উপজেলাভুক্ত ৭টি ইউনিয়ন	বাড়ি: ৩৬৬, রোড: ১৯, নিরালা আর/এ, খুলনা-৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭৩২৪৩৮, ০১৭১৫-৯১৫৫০৮ ইমেইল: **unnayanngo@yahoo.com** ওয়েবসাইট: **www.unnayan-bd.org**
১৮	উন্নয়ন প্রচেষ্টা	সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৫টি ইউনিয়ন	গ্রাম ও ডাকঘর: তালা, সাতক্ষীরা ফোন: ০৪৭২৭-৫৬১৫৬, ০১৭১১-৪৫১৯০৮ ইমেইল: **unnpro07@gmail.com**
১৯	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	পটুয়াখালী ও মাগুরা জেলার ২টি উপজেলাভুক্ত ৭টি ইউনিয়ন	৩/১১, ব্লক: ডি লালমাটিয়া, ঢাকা ফোন: ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০, ০১৭১৩-৩৩৭৫৫৫ ইমেইল: **info@wavefoundationbd.org** ওয়েবসাইট: **www.wavefoundationbd.org**

ইংরেজি নামের বানানের ক্রম অনুসারে সহযোগী সংস্থাসমূহের নাম

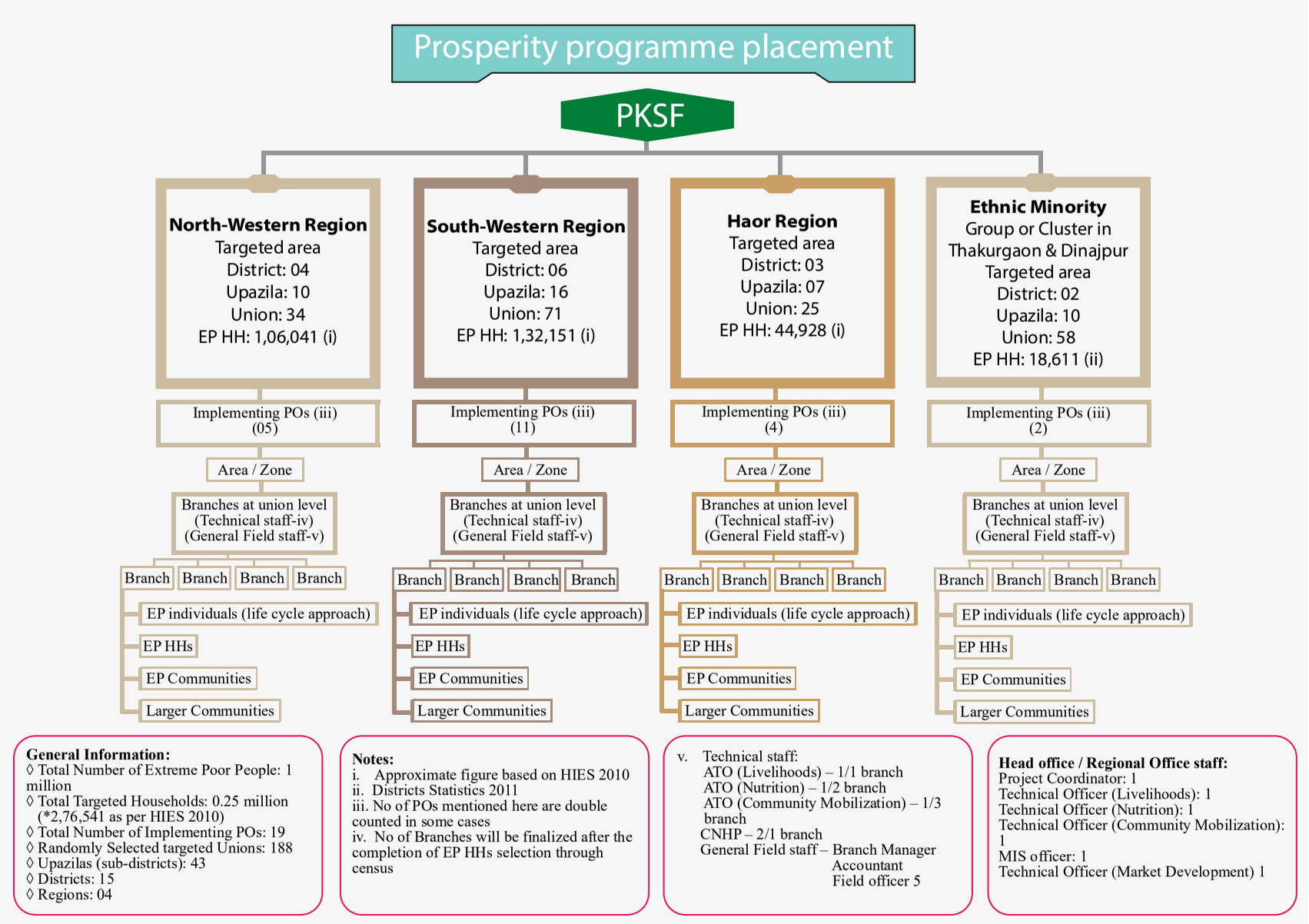
Prosperity programme placement
PKSF
North-Western Region
Targeted area
District: 04
Upazila: 10
Union: 34
EP HH: 1,06,041 (i)
South-Western Region
Targeted area
District: 06
Upazila: 16
Union: 71
EP HH: 1,32,151 (i)
Haor Region
Targeted area
District: 03
Upazila: 07
Union: 25
EP HH: 44,928 (i)
Ethnic Minority
Group or Cluster in
Thakurgaon & Dinajpur
Targeted area
District: 02
Upazila: 10
Union: 58
EP HH: 18,611 (ii)
Implementing POs (iii) (05)
Implementing POs (iii) (11)
Implementing POs (iii) (4)
Implementing POs (iii) (2)
Area / Zone
Branches at union level (Technical staff-iv) (General Field staff-v)
Branch
EP individuals (life cycle approach)
EP HHs
EP Communities
Larger Communities
General Information:
◊ Total Number of Extreme Poor People: 1 million
◊ Total Targeted Households: 0.25 million (*2,76,541 as per HIES 2010)
◊ Total Number of Implementing POs: 19
◊ Randomly Selected targeted Unions: 188
◊ Upazilas (sub-districts): 43
◊ Districts: 15
◊ Regions: 04
Notes:
i. Approximate figure based on HIES 2010
ii. Districts Statistics 2011
iii. No of POs mentioned here are double counted in some cases
iv. No of Branches will be finalized after the completion of EP HHs selection through census
v. Technical staff:
ATO (Livelihoods) – 1/1 branch
ATO (Nutrition) – 1/2 branch
ATO (Community Mobilization) – 1/3 branch
CNHP – 2/1 branch
General Field staff – Branch Manager
Accountant
Field officer 5
Head office / Regional Office staff:
Project Coordinator: 1
Technical Officer (Livelihoods): 1
Technical Officer (Nutrition): 1
Technical Officer (Community Mobilization): 1
MIS officer: 1
Technical Officer (Market Development) 1

সংযুক্তি ৫: নিরীক্ষা প্রতিবেদন

S. F. AHMED & CO.
Chartered Accountants | since 1958

House # 51 (2nd & 3rd Floors)
Road # 09, Block-F, Banani
Dhaka-1213, Bangladesh
Website: www.sfahmedco.com

Telephone : (880-2) 9872584,9870957
Mobile : (88) 01707 079855, 01707079856
Fax : (880-2) 55042314
Emails : sfaco@sfahmedco.com
sfaco@dhaka.net

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE GENERAL BODY OF PALLI KARMA-SAHAYAK FOUNDATION

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion
We have audited the accompanying financial statements of "Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) Projects" implemented by Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), which comprise the statement of financial position as at June 30, 2020, the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of cash flows for the year then ended, notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of "Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) Projects" implemented by Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), as at June 30, 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with International Ethics Standards Board for Accountant (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, we also report the following:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by PKSF so far as it appeared from our examination of these books; and
c) The statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is Md. Enamul H. Choudhury.

Dated, Dhaka;
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP)
Implemented by
Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Financial Position
As at 30 June 2020

	Notes	Amount In Taka	
		30 June 2020	30 June 2019
ASSETS			
Non current assets			
Property, plant and equipment	3	2,507,555	-
		2,507,555	-
Current assets			
Grant receivable	4	-	5,025,361
Cash and cash equivalent	5	664,644,027	-
Advance, deposit and pre-payments	6	122,841,700	-
		787,485,727	5,025,361
Total assets		789,993,282	5,025,361
CAPITAL FUND & LIABILITIES			
Capital fund			
Retained surplus/(deficit)	7	(411,140)	(44,730)
		(411,140)	(44,730)
Non current liabilities			
Deferred income	8	2,333,956	-
Grant received in advance from FCDO	9	675,195,589	-
		677,529,545	-
Current liabilities			
Current account with PKSF	10	29,403,286	4,224,530
Other liabilities	11	83,471,591	845,561
		112,874,877	5,070,091
Total capital fund and liabilities		789,993,282	5,025,361

The annexed notes from 1 to 19 form an integral part of these financial statements.

Md.Golam Touhid
Deputy Managing Director

Mohammad Moinuddin Abdullah
Managing Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP)
Implemented by
Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended 30 June 2020

	Notes	Amount In Taka	
		01 July 2019 to 30 June 2020	01 July 2018 to 30 June 2019
INCOME			
Operating income			
Grant income	12	138,992,094	5,025,361
Total income		**138,992,094**	**5,025,361**
EXPENDITURE			
Manpower compensation (Salaries, allowances & other fac.)	13	35,542,697	2,805,396
Monitoring and evaluation	14	1,500,968	119,101
Research and publication	15	7,933,472	-
Program & project cost	16	85,459,385	1,292,353
Training, workshop & seminar	17	1,895,046	-
Depreciation	3	369,964	-
Administrative expenses	18	6,656,972	853,241
Total expenditure		**139,358,504**	**5,070,091**
Excess of income over expenditure		**(366,410)**	**(44,730)**

The annexed notes from 1 to 19 form an integral part of these financial statements.

Md. Golam Touhid
Deputy Managing Director

Mohammad Moinuddin Abdullah
Managing Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP))
Implemented by
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2020

	Amount In Taka	
	01 July 2019 to 30 June 2020	01 July 2018 to 30 June 2019
A Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure	(366,410)	(44,730)
Adjustment for items not involving the movement of cash		
Depreciation	369,964	-
Surplus before changes in operating activities	**3,554**	**(44,730)**
Increase/decrease in operating activities		
(Increase)/decrease in advance,deposit and pre-payments	(122,841,700)	-
(Increase)/decrease in interest and other receivables	5,025,361	(5,025,361)
Increase/(decrease) in current account with PKSF	25,178,756	4,224,530
Increase/(decrease) in other liabilities	82,626,030	845,561
Increase/(decrease) in grant received in advance	675,195,589	-
	665,184,036	**44,730**
Net cash inflows from operating activities	**665,187,590**	**-**
B Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(2,877,519)	-
Net cash outflows from investing activities	**(2,877,519)**	**-**
C Cash flows from financing activities		
Grant for assets-addition during the year	2,333,956	-
Net cash inflows from financing activities	**2,333,956**	**-**
Net increase in cash and cash equivalent (A+B+C)	**664,644,027**	**-**
Opening cash and cash equivalent	-	-
Closing cash and cash equivalent	**664,644,027**	**-**

The annexed notes from 1 to 19 form an integral part of these financial statements.

Md.Golam Touhid
Deputy Managing Director

Mohammad Moinuddin Abdullah
Managing Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

সংযুক্তি ৬: প্রসপারিটি লগফ্রেম

PROGRAMME TITLE	Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP)						Assumptions/Risks
IMPACT	Impact Indicator 1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	Under the COVID-19 situation, the macro and micro economic structure has significantly shrunk. As a result, the rate of the economic growth is expected to be much lower in the present situation than that of the pre COVID-19. -Recovering from the economic recession due to COVID-19 and returning to pre-COVID situation will take 2-3 years. So we have assumed a conservative milestone. - No further major external shocks to the economy of Bangladesh, - No major natural or man-made disaster, -Continuous availability of effective and quality public services
One million people exit from extreme poverty for good	Proportion of household exit from lower poverty line (CBN method)	Planned	TBD	10% of participant HHs	45% of participant HHs	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey (also to be complemented by RBM)				
	Impact Indicator 2		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	
	Proportion of household exit from international poverty line	Planned	TBD	10% of participant HHs	45% of participant HHs	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey (also to be complemented by RBM)				
	Impact Indicator 3		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	
	Number of people whose resilience have been improved	Planned	TBD	-	20% of participant HHs	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey (also to be complemented by RBM)				
OUTCOME 1	Outcome Indicator 1.1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	Assumptions/Risks
Developed livelihood options resilient to shocks and stresses.	Per Capita average monthly income (BDT)	Planned	TBD	10% above the baseline	30% above the baseline	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve substantially and spillover effects of economic growth would have positive impact on income of extreme poor household - No further major external shocks to the economy of Bangladesh - No major natural or man-made disaster - Complementary services for the rural people are continuously available
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 1.2		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Physical asset	Planned	TBD	10% above the baseline	30% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 1.3		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Savings (Financial Asset)	Planned	TBD	10% above the baseline	30% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 1.4		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Employment - number of jobs created	Planned	TBD	10% above the baseline	30% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	FCDO (£)		Govt (£)	Other (£)	Total (£)	FCDO SHARE (%)	
INPUTS (HR)	FCDO (FTEs)						

OUTCOME 2	Outcome Indicator 2.1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	Assumptions/Risks
Improved nutrition practices and sustained through GoB and Market Systems.	Dietary Diversity Score (by age, sex, physiological status)	Planned	TBD	30% above the baseline	70% above the baseline	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will be recovered substantially and spill over effect of economic growth would have positive impact on income of Extreme poor household, - No further major external shocks to the economy of Bangladesh, - No major natural or man-made disaster, - Complementary services for the rural people are continuously available
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 2.2		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Nutritional status of U5 children, adoslecent girls, pregnant and lactating women	Planned		Milestones will depend on type of measures to be made below:		2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of U5 children have stunting	Planned	TBD	7% below the baseline	15% below the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.2		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of U5 children have wasting	Planned	TBD	4% below the baseline	8% below the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.3		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of U5 children have underweight	Planned	TBD	7% below the baseline	15% below the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.4		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of U5 children have overweight	Planned	TBD	4% below the baseline	8% below the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.5		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of U5 children with low birth weight (LBW)	Planned	TBD	7% below the baseline	15% below the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.6		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of adolescent with normal BMI (18.5 to 24.9)	Planned	TBD	7% above baseline	15% above baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.7		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of pregnant women with normal BMI (18.5 to 24.9)	Planned	TBD	7% above baseline	15% above baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Sub-Indicator 2.2.8		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
	Proportion of lactating women with normal BMI (18.5 to 24.9)	Planned	TBD	7% above baseline	15% above baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	FCDO (£)		Govt (£)	Other (£)	Total (£)	FCDO SHARE (%)	
INPUTS (HR)	FCDO (FTEs)						

OUTCOME 3	**Outcome Indicator 3.1**		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	**Assumptions/Risks**
Increased access to services amongst extreme poor households and empowered them to attain their rights through community mobilization	Percentage of EP HHs having access to safety net programme	**Planned**	TBD	40% of target HH	20% of target HH	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve substantially and spillover effects of economic growth would have positive impact on income of extreme poor household - No further major external shocks to the economy of Bangladesh - No major natural or man-made disaster - Complementary services for the rural people are continuously available
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 3.2		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Percentage of EP HHs having access to primary level healthcare facilities	**Planned**	TBD	Above 15% of baseline	Above 30% of baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 3.3		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	
	Percentage/numbers of EP HHs members having access to agricultural extension services	**Planned**	TBD	Above 15% of baseline	Above 40% of baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	**FCDO (£)**		**Govt (£)**	**Other (£)**	**Total (£)**	**FCDO SHARE (%)**	
INPUTS (HR)	**FCDO (FTEs)**						
OUTCOME 4	**Outcome Indicator 4.1**		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	**Assumptions/Risks**
Increased women empowerment through men engagement	Percentage of women empowered in terms of their social status and ability to make decision about their lives	**Planned**	TBD	25% above the baseline	50% above the baseline	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve substantially and spillover effects of economic growth would have positive impact on income of extreme poor household - No further major external shocks to the economy of Bangladesh - No major natural or man-made disaster - Complementary services for the rural people are continuously available - The patriarchal attitude of the society improves/changes for the better
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Outcome Indicator 4.2		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Increase average years of marriage of girls	**Planned**	TBD	25% above the baseline	50% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid-term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	**FCDO (£)**		**Govt (£)**	**Other (£)**	**Total (£)**	**FCDO SHARE (%)**	
INPUTS (HR)	**FCDO (FTEs)**						
OUTPUT 1	**Output Indicator 1.1**		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	**Assumptions**
Promote IGA for livelihood	Promote technically sound functional IGAs	**Planned**	TBD	20% of targeted EP HHs have established IGAs	55% of targeted EP HHs have established IGAs	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve quickly and economic activities return to its normal level - No major natural or man-made disaster - Complementary ongoing services for the rural people are continuously available - Households remain under the programme
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Indicator 1.2		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Promote microenterprises / transform IGAs into icroenterprises through value chain interventions	**Planned**	TBD	5% over baseline	10% over baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
IMPACT WEIGHTING	**Output Indicator 1.3**		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
50%	Promote diversified livelihood options for coping with unusual events related to climate change or any other changes	**Planned**	TBD	25% over baseline	60% over baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	**FCDO (£)**		**Govt (£)**	**Other (£)**	**Total (£)**	**FCDO SHARE (%)**	
INPUTS (HR)	**FCDO (FTEs)**						

OUTPUT 2	Output Indicator 2.1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	Assumptions/Risks
Increased number of children under five (U5), women of childbearing age and adolescent girls reached with a package of nutrition-related interventions	**Improve IYCF practices**	**Planned**		Milestones will depend on type of measures to be made below:		2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve substantially and spillover effects of economic growth would have positive impacts on income of extreme poor households which will accelerate access to nutrition and health services -Healthcare services will remain uninterrupted/ normal in the programme area - No further major external shocks to the economy of Bangladesh - No major natural or man-made disaster - Complementary services for the rural people are continuously available
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.1.1		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Increase the initiation of breastfeeding in the first hour of life	**Planned**	TBD	8% above the baseline	16% above the baseline	(date) 2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.1.2		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	
	Increase the rate of exclusive breastfeeding in infants younger than 6 months of age	**Planned**	TBD	4% above the baseline	8% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.1.3		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	
	Increase the rate of continued breastfeeding in children aged 20 to 23 months	**Planned**	TBD	3% above the baseline	6% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.1.4		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	
	Increase the proportion of children aged 6-23 months receiving a minimum acceptable diet (MAD)	**Planned**	TBD	9% above the baseline	18% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Indicator 2.2		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Nutritional supplementation	**Planned**				(date) 2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.2.1		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	
	Increase Vitamin A capsule supplementation coverage in children aged 6- 59 months	**Planned**	TBD	10% above the baseline	25% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.2.2		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target (date)**	
	Increase access to IFA to adolescent girls, pregnant and lactating women (PLW)	**Planned**	TBD	10% above the baseline	35% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Indicator 2.3		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	The percent of women receive at least four ANC by trained service provider during last pregnancy	**Planned**	TBD	10% above the baseline	35% above the baseline	(date) 2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Indicator 2.4		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Water and sanitation (WatSan)	**Planned**	TBD	above 8% of baseline	Above 20% of baseline	(date) 2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Sub-Indicator 2.4.1		**Baseline**	**Milestone 1**	**Milestone 2**	**Target**	
	Increase access to potable water	**Planned**	TBD	above 8% of baseline	Above 20% of baseline	(date) 2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				

			Baseline	Milestone 1	Milestone 2		
	Increase access to sanitary latrine	Planned	TBD	above 15% of baseline	Above 30% of baseline	(date) 2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
IMPACT WEIGHTING (%)			Baseline	Milestone 1	Milestone 2		
30%	Percent of mother/caregiver hand washing with soap at critical time	Planned	TBD	above 15% of baseline	Above 30% of baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)			Govt (£)	Other (£)	Total (£)		
INPUTS (HR)							
OUTPUT 3	Output Indicator 3.1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	Assumptions/ Risks
Improving the wellbeing of Person with Disabilities (PWDs)	Percentage of potential PWD involve in economic activities	Planned	TBD	10% above that of baseline	30% above that of baseline	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve quickly and economic activities return to its normal level - Complementary services for the PWDs are available in the project area - Households with PWDs remain under the programme - Political and social stability remains there - No further major natural or man-made disaster or external shocks to the economy of Bangladesh
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	FCDO (£)		Govt (£)	Other (£)	Total (£)	FCDO SHARE (%)	
INPUTS (HR)	FCDO (FTEs)						
OUTPUT 4	Output Indicator 4.1		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	Assumptions/Risks
Increased collective voice and claim rights to access services	Raising awareness among the extreme poor HHs and communities, different social platforms on common issues	Planned	TBD	30% above that of baseline	75% above that of baseline	2025	- Disease outbreak (like COVID-19) situation will improve quickly and economic activities return to its normal level - No further major natural or man-made disaster. - Complementary services for the targeted population are functional. - Local political leaders and public-private institutions are positive towards extreme and vulnerable community.
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
	Output Indicator 4.2		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target (date)	
	Sensitize public and private institutions on pro-poor services	Planned	TBD	30% above the baseline	60% above the baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
IMPACT WEIGHTING	Output Indicator 4.3		Baseline	Milestone 1	Milestone 2	Target	
20%	Participants are aware about rights and quality of life	Planned	TBD	Above 30% of baseline	Above 60% of baseline	2025	
		Achieved					
			Source				
			Baseline, mid term and endline survey, RBM, short studies				
INPUTS (£)	FCDO (£)		Govt (£)	Other (£)	Total (£)	FCDO SHARE (%)	
INPUTS (HR)	FCDO (FTEs)						

ছবি: আরাফাত রায়হান

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, প্লট ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল: **info@ppepp.org**

www.ppepp.org **www.pksf-bd.org**